NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ২০২৩ সালের পর অবশেষে দলে শামি

পরিকল্পনাহীন ব্যাটিংয়ের খেসারত দিয়ে ২৬ রানে হার ভারতের ৭

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ১৫ মাঘ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.01.2025, Vol.18, Issue No. 228, 8 Pages, Price 3.00

‘কলকাতা বইমেলা দেশের সেরা’

৪৮তম বইমেলা উদ্বোধন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হল ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মঙ্গলবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই বইমেলা। উদ্বোধনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বই আমাদের প্রেরণা। বই আমাদের দিশা। বইমেলা আমাদের গর্ব। বইমেলা দেশের সেরা।’

সেইসঙ্গে মমতা আরও জানান, ‘ডিজিটাল যুগেও কমেনি বইমেলার জনপ্রিয়তা। ২০২৪ সালে বইমেলায় ৩০ কোটি বেশি ব্যবসা হয়েছে। ২৭ লক্ষ মানুষ বইমেলায় এসেছিলেন। এবার আশা করি, তার চেয়ে বেশি বই বিক্রি হবে। আরও বেশি মানুষ আসবেন। আগের মত অস্থায়ী নয় বরং এখন স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে।’ একথায় বলা যায়, এদিন সবাইকে বই পড়ার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত ডক্টর ফিলিপ আকারমান-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এ বছরে বইমেলার থিম দেশ জার্মানি। সেই সাথে এবার থাকছে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্কিন, পেরু, আর্জেন্টিনা-সহ বেশ কিছু দেশের পাবলিশার্সরা। তবে এই বছর বইমেলা প্রাঙ্গণের গেটগুলির নামকরণ করা হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে। যেখানে থাকছে সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক গেট, গোয়েটে গেট, ম্যাক্স মুলার গেট, বিশ্ব বাংলা গেট এবং জীবনানন্দ নজরুল গেট। সেই সাথে বই মেলার বিভিন্ন সরণির নাম জার্মানি ব্যক্তিবর্গের নামে করা হয়েছে। যেমন রিলকে, ব্রেকট, কাফকা, মুলার। তবে এই বছর মেলায় নেই বাংলাদেশের কোন বইয়ের স্টল। দুই দেশের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এ বছর তাদের সাথে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি।

মমতা বলেন, ‘আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন। আমি যখন রাস্তায় নীল-সাদা রং করা শুরু করেছিলাম, তখন অনেকে বলেছিলেন, আমি নাকি আর্জেন্টিনার সমর্থক। কিন্তু আমি মনে করি, নীল-সাদা আকাশের রং। আর আকাশের কোনও সীমানা হয় না। রঙেরও কোনও সীমানা হয় না। সব রংই রঙিন।’

মূল মেলা উদ্বোধনের আগে কলকাতা পুলিশের প্যাভেলিয়ন উদ্বোধন করেন মমতা। তার পর ফিতে কাটেন তৃণমূলের মুখপত্রের স্টলের। এ বার সেই স্টল তৈরি হয়েছে মাটির বাড়ির আদলে। সামনে রয়েছে অর্জুন গাছ। দেওয়ালের খোপে খোপে রাখা হয়েছে বই। মমতা জানান, এ বার দলের মুখপত্রের স্টলের থিম ‘মা-মাটি-মানুষ’। যা তৃণমূলের রাজনৈতিক স্লোগান। বইমেলায় নিজের লেখা তিনটি বইও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেগুলি হল, ‘লিপিবদ্ধ’, ‘স্যালুট-২’ এবং ‘বাংলায় নির্বাচন ও আমরা’।

বলা বাহুল্য, বইমেলায় মোট ১০৫০টি স্টল থাকবে। গত বছরেও একই ছিল। ভারতের প্রায় সব রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থা থাকছে। মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, দমকল বিভাগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত বহিরাগত উচ্চশিক্ষিত ৫ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত পাঁচ। উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতীরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত। ধৃত পাঁচ দুষ্কৃতীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর লালবাজার থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। পুলিশি জেরায় উঠে এসেছে, ধৃতদের মধ্যে কারও বিটেক (ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক), কারও এমকম (বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি রয়েছে। রয়েছে কলা বিভাগে স্নাতক, বিজ্ঞানে স্নাতক এবং আইটিআই ডিগ্রিধারীও। মঙ্গলবার লালবাজার থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

সোমবার সুরেন্দ্রনাথ উইমেন’স কলেজের সামনে থেকে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম শিবশঙ্কর যাদব, রাহুল যাদব, আদিত্য মৌর্য, দেবাঙ্ক গুপ্ত এবং রুকেশ সহানি। প্রত্যেকেরই বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। রুকেশই এই দুষ্কৃতীদলের মাথা বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের থেকে একটি আধা স্বয়ংক্রিয় সেভেন এমএম পিস্তল-সহ দু’টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার জানান, ধৃতদের থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে একটির গায়ে ‘মেড ইন ইটালি’ লেখা রয়েছে। সাধারণ দেশি আগ্নেয়াস্ত্রের তুলনায় সেটি উন্নত মানের।

ধৃতেরা দু’দিন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন। শিয়ালদহে বৈঠকখানা এলাকায় একটি লজ ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন তাঁরা। তবে কী কারণে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন, কী উদ্দেশ্য ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্থানীয় থানার সঙ্গেও যোগাযোগ করছে লালবাজার। ধৃতদের বিরুদ্ধে আগেও কোনও অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে কলকাতা বা রাজ্যের কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, সেটি খতিয়ে দেখছেন পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। ধৃতদের মধ্যে এক জনের থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গিয়েছে। সেটি যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে জানান যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)।

সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতায় বেশ কিছু ঘটনায় ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীযোগ পাওয়া গিয়েছে। তবে বাইরে থেকে আসা অপরাধীদের ডেরা হয়ে উঠছে রাজ্য, এই ব্যাখ্যা মানতে চাইছেন না কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মা। তিনি জানান, প্রতিটি রাজ্যেই ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ যান। তাঁদের মধ্যে কে দুষ্কৃতী, তাঁকে কী ভাবে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলি পুলিশকে খতিয়ে দেখতে হয়। এ ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের কী উদ্দেশ্য ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ কমিশনার। তাঁর বক্তব্য, গোপন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এক দিনের কাজ নয়। পুলিশের কাছে কিছু তথ্য ছিল, তার ভিত্তিতে নজর রাখা হচ্ছিল। দুষ্কৃতীরা শহরে পৌঁছতেই তাদের পাকড়াও করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার জানান, সম্প্রতি এক মামলার তদন্তে বিহারেও গিয়েছিল পুলিশ। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্তও হয়েছে। ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেও কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় বলে জানান তিনি। কমিশনার জানান, কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর হামলার চেষ্টায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুই-এক জন বাদে সকলকেই পাকড়াও করা হয়েছে।

গুলেন বারি আতঙ্কে বিবৃতি প্রকাশ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে নয়া আতঙ্ক গুলেন বারি সিনড্রোম। ইতিমধ্যে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রে একজনের মৃত্যুও হয়েছে বলে খবর। আবার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাতেও দুই শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিবৃতি প্রকাশ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। বলা হয়েছে, কেউ যেন আতঙ্কিত না হন। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, ‘বারি সিনড্রোম কোন বিরল রোগ নয়। এর আগেও এই রোগে অনেক আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা এই বিষয়টির দিকে নজর রাখছি।’

নারায়ণ স্বরূপ নিগম আরও জানিয়েছেন, ‘মূলত অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস বা এএফপি-র কারণে এই রোগ হয়। সাধারণত ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়।’ বর্তমানে বারি সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে আট এবং নয় বছরের দুই শিশু পার্ক সার্কাসের শিশু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ২ সপ্তাহ ধরে রয়েছে ভেন্টিলেশনে। তবে স্বস্তির বিষয় এই রোগের আতঙ্কের হলেও ভয়ের কিছু নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে চিকিৎসকেরা ।

এটি মূলত স্নায়ু রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে সবার প্রথমে হাত-পা ঝিনঝিন করতে শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে হাত-পা অসাড় হতে থাকে। সেইসঙ্গে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয়। নিশ্বাস নিতেও সমস্যা তৈরি হয়। অনেক সময় মুখ বেঁকে যায়। বিরল স্নায়ুরোগের ফলে বুকে জ্বালা এবং হজমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সেইসঙ্গে রক্তচাপের পরিমাণ অত্যাধিক হারে বেড়ে যায়। তাই শারীরিক দুর্বলতা, হাঁটাচলায় সমস্যা অনুভব করলেই রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। গুলেন বারি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হলে বারবার হাত ধুতে হবে। রাস্তার কাঁটা ফল অথবা স্যালাড একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বাড়ির খাবার খাওয়া উচিত। উপসর্গ দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

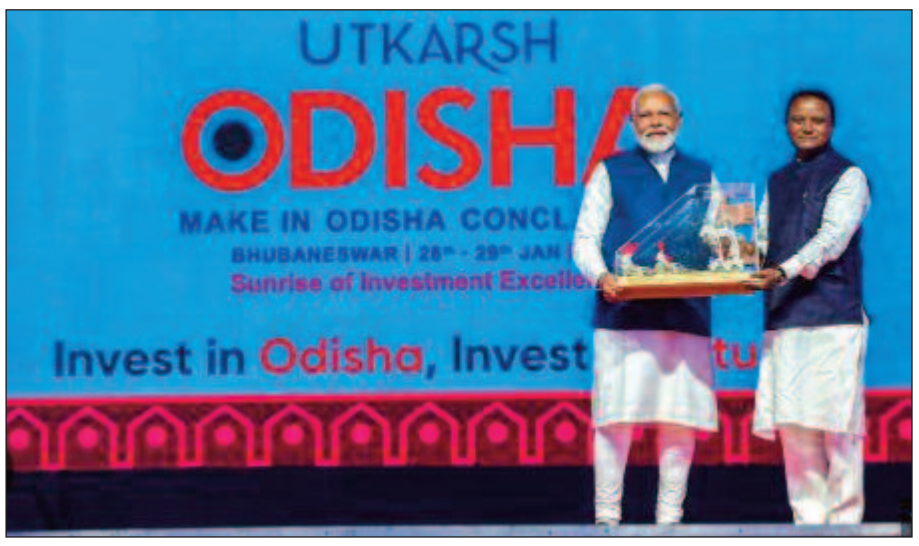

মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে ‘উৎকর্ষ ওড়িশা- মেক ইন ওড়িশা কনক্লেভ ২০২৫’-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২ দিনের এই বিজনেস সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরন মাঝি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও অশ্বিনী বৈষ্ণব।

সিউড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, আটক ছয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশ্যে বন্দুক হাতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে শোরগোল পড়ল বীরভূমের সিউড়িতে। অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। মঙ্গলবার সকালে এলাকায় অভিযুক্তেরা বন্দুক হাতে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়ান। গুলিও ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে গ্রামবাসীরাই অভিযুক্তদের ধরে বেঁধে ফেলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সিউড়ির মিনিস্টিল এলাকায় ঢুকে পড়েন কয়েক জন যুবক। তাঁদের হাতে ছিল বন্দুক। তা উঁচিয়েই গ্রামবাসীদের শাসাতে থাকেন অভিযুক্তেরা। শূন্যে গুলিও ছোড়া হয়। তবে গ্রামবাসীরাই কৌশলে তাঁদের ধরে ফেলেন। তার পর বেঁধে মারধর করেন অভিযুক্তদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিউড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। ধরপাকড়ও করেন। ঘটনাস্থলে যান সিউড়ি থানার আইসি। অভিযোগ, সে সময় তাঁর কলার ধরে হুমকিও দেওয়া হয়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ছ’জনকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গণপিটুনিতে এক যুবক গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পাশাপাশি, এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বুলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে ওই এলাকায় একটি জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার সেই বিবাদ চরমে ওঠে। বন্দুক নিয়ে দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে পড়ে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বীরভূমের তৃণমূলের জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, ‘আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। পুলিশ অতি সক্রিয়তার সঙ্গে ঘটনার মোকাবিলা করছে। আমরা দলগত ভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েছি অভিযুক্তদের রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নিতে।’ কোথা থেকে দুষ্কৃতীদের হাতে বন্দুক এল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই প্রসঙ্গে কাজল বলেন, ‘ঝাড়খণ্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাঠানো হয় বীরভূমকে উত্তপ্ত করার জন্য। দেখতে হবে এই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছে।’

ফেব্রুয়ারির শেষে দলের বর্ধিত সভা ডাকছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরি নেই। রাজ্যের শাসকদলের কাছে একাধিক ক্ষেত্রে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর তাকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে শুরু করেছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, ২৬ বা ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে সাংগঠনিক বৈঠক ডেকেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছরই শুরুর দিকে এধরনের সাংগঠনিক সভা ডেকে দলের কর্তব্য, নীতি, কর্মসূচি নিয়ে বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী। এবারের বৈঠকে ছাব্বিশের রণকৌশল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা।

নজরে ছাব্বিশের ভোট

২০২৬-এর বিধানসভা ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোটা দেশে যখন বিজেপি বিরোধীদের নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করছে, সেখানে ২০২১-এ তো বটেই, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেও বেশিরভাগ আসনে তৃণমূল শিবিরের প্রতিনিধিত্ব বিজেপির মুখের উপর জবাব। আর তা সম্ভব হয়েছে একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর সংগ্রাম আর দলকে লাগাতার উৎসাহ জোগানোয়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় বিজেপির গোবলয়ের সংস্কৃতি মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের জন্য একের পর এক জনমুখী প্রকল্প নিয়েছেন। তারই ফসল ঘরে তুলেছে তৃণমূল। তাই পরবর্তী বিধানসভা ভোটে তার পুনরাবৃত্তিই শুধু নয়, আরও বড় মাত্রায় তৃণমূলের জয়যাত্রা হতে চলেছে বলে ইতিমধ্যে পূর্বাভাস দিতে শুরু করেছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। শীত শেষে সংগঠনকে বৈঠকের টেবিলে এনে সেই লড়াইয়ের ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিতে চাইছেন মমতা।

মনে করা হচ্ছে, নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে দলীয় নীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশাসনের সঙ্গে কঠোর অনুশাসনে দলকে বেঁধে গোটা বছরের কর্মসূচি স্থির করে দিতে পারেন ময়দানে নেতা-কর্মীদের নামার বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে একের পর এক সামাজিক-অর্থনীতির চেহারা বদলে দেওয়া সরকারি প্রকল্পের প্রচার, পরিষেবা, তার সঙ্গে উন্নত ও ততোধিক মজবুত সংগঠন তৈরির কৌশল, যা দিয়ে তিনি ২৬-এর বিধানসভা জয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সেখানেই তো চতুর্থবার তাঁর সরকার গঠনের হাতছানি।

শ্রীলঙ্কার নৌসেনার গুলিতে আহত ৫ ভারতীয় মৎস্যজীবী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি: পক প্রণালীতে শ্রীলঙ্কার নৌসেনার নির্বাচারে গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন ভারতীয় মৎস্যজীবী। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাল ভারত। ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে তলব করল কলম্বোর রাষ্ট্রদূতকে। মঙ্গলবার সকালে ডেল দ্বীপের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমা ডিঙোনের অভিযোগে ১৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা। সেই সময় নৌসেনার গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন ভারতীয় মৎস্যজীবীরা।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ১৩ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে তিনজন অল্প আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়েছে। গুরুতর আহত হওয়ায় দুজনকে জাফনা টিচিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘জাফনার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৎস্যজীবীদের দেখভাল করছে জাফনার ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরা।’ এই ঘটনা ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি। কলম্বোর রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

এই প্রথম নয়, গত বছরও কচ্চতিভু দ্বীপের কাছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর টহলদারি জাহাজ ভারতীয় মৎস্যজীবীদের একটি নৌকো নিশানা করে গুলি

কলম্বোর রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির

চালিয়েছিল। ওই ঘটনায় দু-জন মৎস্যজীবী নিহত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারতের চারপাশে প্রবলভাবে ভারত বিরোধিতা বাড়ছে। পাকিস্তান বরাবর মাথা ব্যথার কারণ ছিলই। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বেগজনক ভাবে বদলে গিয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। অন্যদিকে, দ্বীপরাষ্ট্রেও পালটা হাওয়ার ছোঁয়া।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)” কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৫ নং এফিডেভিট বলে Koushik Mandal S/o. Debidas Mandal ও Kaushik Mondal S/o. Debidas Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮ নং এফিডেভিট বলে Md. Rabi S/o. Md. Hafiz ও Mohammad Rabi Sekh S/o. H. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১০৬ নং এফিডেভিট বলে Soumyo Jana ও Soumya Jana S/o. Subhas Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮০৩ নং এফিডেভিট বলে Uttam Kadma S/o. Gour Kadma ও Uttam Kr. Kadma S/o. G. Ch. Kadma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯শে জানুয়ারি। ১৫ই মাঘ। বুধবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির ছারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ।

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

(সন্ধ্যা ৬/৫০ পর্যন্ত মৌনী অমাবস্যা তিথি, মহা কুম্ভ শাহী স্নান।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৮/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Dutta S/o. Santi Ranjan Datta ও Swapan Dutta S/o. S. R. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৪/২০২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sibani Ray, Sibani Kuri Roy ও Sibani Kuri W/o. Ranjan Ray, R/o. Nirodgarh, Pandua, Hooghly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৪/২০২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Ray ও Ranjan Roy S/o. Late Krishnapada Ray R/o. Nirodgarh, Pandua, Hooghly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Khokan Kumar Ranjit ও Khokan Ranjit S/o. Golak Ranjit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি গোপাল ঘোষ ২১-১-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা মাধব ঘোষ ও মহাদেব ঘোষ ও আমার মাতা আদুরী ঘোষ ও আদুরীবালা ঘোষ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। আমার পিতার আসল নাম Madhab Ghosh মাতার আসল নাম Aduri Ghosh

নাম-পদবী

আমি গোবিন্দ দে পিতা-ঁ সন্তোষ দে L.I.C. পলিসিতে আমার নাম গোবিন্দ কুন্ডু আছে। ১৭/১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে গোবিন্দ কুন্ডু থেকে গোবিন্দ দে হলাম আমার আসল নাম গোবিন্দ দে।

নাম-পদবী

আমি নমিতা মান্না স্বামী বিবেক মান্না ঠিকানা সাং-ডুমরা, পোঃ হগলা, থানা-তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। আমার আধার কার্ডে পিতার নাম রয়েছে নমিতা মান্না পিতা নিরঞ্জন মাইতি এবং আমার মেট লাইফ ইন্সুরেন্স পলিসিতে পিতার নাম রয়েছে শম্ভুনাথ প্রধান। গত ২০.০১.২৫ তারিখে তমলুক কোর্টে ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২৮১/২৫ নং এফিডেভিট দ্বারা আমার পিতা নিরঞ্জন মাইতি এবং শম্ভুনাথ প্রধান একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইল।

NAME CHANGE

I, Suyash Agarwal, S/o. Pawan Kumar Agarwal residing at 5A, 1C , The Icon, Lord Sinha Road, BRS 3, Elgin, VTC: Middleton Row, P.O.- Middleton Row, P.S. - Shakespeare Sarani, Kolkata - 700071, West Bengal vide an Affidavit (530011) sworn before the first class Judicial Magistrate Court Alipore on 06/01//2025 that for and on behalf of myself and my wife and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandoned the use of my former name/surname Shri Suyash Agarwal and in place thereof I do hereby assume from this day the name/surname of Sri Suyash Agarwaal. Suyash Agarwal and Suyash Agarwaal are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarakshi Agrawal, W/o. Suyash Agarwal residing at CA - 54, Salt Lake, Bidhannagar Sector -I, Bidhannagar (M), P.S. Bidhannagar, North 24 Parganas, West Bengal - 700064, vide an Affidavit (530010) sworn before the first class Judicial Magistrate Court Alipore on 06/01//2025 that for and on behalf of myself and my husband and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandoned the use of my former name/surname Smt. Sarakshi Agrawal and in place thereof I do hereby assume from this day the name/surname of Sri Saraakshhi Agarwaal. Sarakshi Agarwal and Saraakshhi Agarwaal are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarakshi Agrawal, W/o. Suyash Agarwal residing at CA - 54, Salt Lake, Bidhannagar Sector -I, Bidhannagar (M), P.S. Bidhannagar, North 24 Parganas, West Bengal - 700064, vide an Affidavit (530012) sworn before the first class Judicial Magistrate Court Alipore on 06/01//2025 that for and on behalf of my minor child Purvith Agarwal and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandoned the use of my minor son former name/surname Shri Purvith Agarwal and in place thereof my minor son do hereby assume from this day the name/surname of Shri Purvithh Agarwaal. Purvith Agarwal and Purvithh Agarwaal are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Bulan Bhattacharya D/o Mihir Bhattacharya W/o Suvadip Maity residing at 1E-1003, Avidipta-1, 401 Barakhola, P.O. Mukundapur , Kolkata - 700099 have changed my name and shall henceforth be known as Bulan Bhattacharya Maity as declared before 5th Judicial Magistrate 1st Class, Alipore Court, South 24 Parganas vide Affidavit No. 6921 Dated 27.01.2025. Bulan Bhattacharya and Bulan Bhattacharya Maity both are same and identical.

।। হারানো-প্রাপ্তি ।।

আমি **চন্দনা মুহুরী** প্রফুল্লকানন P.O এজেন্ট 15/01/25 এ ASLASS-5 Card No-IXF013362 হারিয়ে ফেলেছি। বাগুইআটি P.S এ একটি G.D করেছি (No-1410)। কোন খোঁজ পেলে 9875694486 নাম্বারে জানাবেন।

DECLARATION

I, Smt. Nikita Gupta alias Nikita Kedia W/O Late Ashis Gupta residing at Siddha Eden Lakeville Islet, 561, Bonhooghly Arable Land, Flat 1405, Bonhooghly Lakeview Park Road, P.O.- ISI, Kolkata- 700108 do hereby declare vide affidavit no. 4454 filed before the Judicial Magistrate, Calcutta dated 27.01.2025 that my maiden name was Nikita Kedia but after my marriage with Late Ashis Gupta, I used my name as Nikita Gupta. Nikita Gupta and Nikita Kedia is the same and one identical person.

নিরুদ্দেশ

আমি গৌতম পাল, আমার পিতা গণেশ পাল, ঠিকানা-৫/৫, জয়হিন্দ পল্লী, পোঃ এন.সি. পুকুর, ব্যারাকপুর, জেলা-২৪ পরগনা (উঃ), থানা-টিটাগড়, পিন-৭০০১২২, গত ০৫/০৬/২০০১ তারিখে অনুমানিক বিকেল ৪.৩০ মিনিটে পিতা নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তখন আমি টিটাগড় থানায় ডায়রী করি, G.D.E. No. 410 dated 07.06.2021. যদি কোন ব্যক্তি আমার পিতার সন্ধান পান তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন তাহলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

গৌতম পাল
মো ঃ ৯০৩৮২৩৩৯৯০

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিনতী বিশ্বাস, স্বামী স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বিশ্বাস, সাং ও পোষ্ট - চাপড়ী, থানা হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১৫১ গত ইং ০৪/১২/২০০৯ তাং রানাঘাট ১ নং A.D.S.R অফিসে ৪ নং বহির ২২২ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা দলিল মুল্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আবির রঞ্জন বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বিশ্বাস, সাং ও পোষ্ট - চাপড়ী, থানা হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১৫১ গত ২৪/০১/২০২৫ তাং I-417/25 নং দলিল বলে শ্রী সঞ্জয় পাল, পিতা শ্রী জগোবন্ধু পাল, সাং হাজারী নগর, পোষ্ট চিত্রশালী, থানা হাঁসখালি, জেলা নদীয়ার RS ও LR দাগ নং ৮১৮ LR খতিয়ান নং ১৪৯৮, পরিমান ৫৭ শতক জমি, RS ও LR দাগ নং ৮১৮, LR খতিয়ান নং ১৮৩, পরিমান ০৯ শতক জমি, মোট ৬৬ শতক বিক্রয় করিলাম, উক্ত জমির বিষয়ে কারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী A.D.S.R অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা -হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-২৭/২০২৪

দরখাস্তকারিনী :- ১) নাবালিকা প্রিয়া ঠাকুর, ২) নাবালিকা প্রতিগ্যা ঠাকুর, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় প্রমোধ ঠাকুর - এর পক্ষে ও স্বয়ং **৩) চন্দা দেবী,** স্বামী - স্বর্গীয় প্রমোধ ঠাকুর, পিতা -স্বর্গীয় কাশীনাথ নায়েক, নিবাস ২২/১১ এস এন জ্যুটমিল, পোঃ ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪, পঃবঃ।

এতদ্বারা স্বর্গীয় প্রমোধ ঠাকুর, পিতা - স্বর্গীয় ওকিল ঠাকুর, যিনি ১০/০১/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করেন, নিবাস - ২২/১১ এস এন জ্যুটমিল, পোঃ ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী স্বর্গীয় **প্রমোধ ঠাকুর** মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকৰ্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকৰ্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে ।

তপশীল সম্পত্তি

স্বর্গীয় প্রমোধ ঠাকুর, টি নং- পি টি-৭২৬, মহাশয়ের ভদ্রেশ্বরস্থিত শ্যামনগর জুট ফ্যাক্টরী (নর্থ মিল)-এর অধীন আদিত্য ট্রানস্লিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হইতে প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ৬৪,০০০/- (চৌষট্টি হাজার) টাকা ও গ্রাচ্যুইটি বাবদ ৬,৬৭৮/- (ছয় হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকা, সর্ব্বমোট ৭০,৬৭৮/- (সত্তর হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকা।

চন্দা দেবী, দরখাস্তকারিনী পক্ষে
স্বা/- সুশোভন ঘোষ (আইনজীবি)
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শীলারানী বিশ্বাস ওরফে শীলা বিশ্বাস, স্বামী মৃত ধরনীধর বিশ্বাস, সাং আর.এন.ঠাকুর রোড, হাইস্ট্রীট, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া ২) শর্মিলা বিশ্বাস, স্বামী মৃত দ্বীপ নারায়ন বিশ্বাস ৩) দেবজ্যোতি বিশ্বাস, পিতা মৃত দ্বীপ নারায়ন বিশ্বাস, ৪) বাবলু বিশ্বাস ৫) গৌতম বিশ্বাস পিতা মৃত ধরনীধর বিশ্বাস, সাং ৯/৫ রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লেন, থানা পোস্তা, কোলকাতা, ৭০০০৩৬ পক্ষে বিগত ইং ২০/০৩/২০১০ তারিখে ১৬৪১ নং একখন্ড আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং চন্দ্র শেখর বিশ্বাস, পিতা মৃত ধরনীধর বিশ্বাস, সাং ৯/৫ রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লেন, থানা পোস্তা, কোলকাতা, ৭০০০৩৬ সর্ব দাতাদাত্রী সবেক সাং ও পোঃ-হৃদয়পুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া উক্ত আমমোক্তার বিগত ২৩/১২/২০২৪ তারিখে I-9204/24 নং দলিলবলে কোবলা গ্রহীতা লিপিকা বিশ্বাস, স্বামী মিলন কুমার বিশ্বাস সাং আজাদ হিন্দ সড়ক, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আর এস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ২৪ শতক জমি বিক্রত মাত্র। উক্ত আমমোক্তার বিগত ২৩/১২/২৪ তারিখের I-9205/24 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা মিতা বিশ্বাস, স্বামী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা তেহট্ট, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আরএস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ২৪ শতক জমি বিক্রত মাত্র। উক্ত আমমোক্তার ২৩/১২/২৪ তারিখে I-9203/24 নং দলিল বলে গ্রহীতা মিতা বিশ্বাস, স্বামী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা তেহট্ট, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আর.এস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ২৪ শতক জমি বিক্রত মাত্র। উক্ত আমমোক্তার ২৩/১২/২৪ তারিখে I-9203/24 নং দলিল বলে গ্রহীতা মিতা বিশ্বাস, স্বামী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা তেহট্ট, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আর.এস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ২৪ শতক জমি বিক্রত মাত্র। উক্ত আমমোক্তার ২৩/১২/২৪ তারিখে I-9207/24 নং দলিল বলে গ্রহীতা মিতা বিশ্বাস, স্বামী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা তেহট্ট, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আর.এস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ২৪ শতক জমি বিক্রত মাত্র। উক্ত আমমোক্তার ১৩/১২/২৪ তারিখে I-8934/24 নং দলিল বলে গ্রহীতা ১) মিতা বিশ্বাস, স্বামী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা তেহট্ট ২) লিপিকা বিশ্বাস, স্বামী মিলন কুমার বিশ্বাস সাং আজাদ হিন্দ সড়ক, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়কে ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় আর.এস ও এল.আর ২২৪১ নং খতিয়ানে দাগ নং ১১৮৪ নং মোট ১০ শতক জমি বিক্রত মাত্র উক্ত দাতাগন বিগত ২০/০৩/২০১০ তারিখে ১৬৪০ নং একখন্ড আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং চন্দ্র শেখর বিশ্বাস, পিতা মৃত ধরনীধর বিশ্বাস ওরফে ধরনীধর সাং ৯/৫ রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লেন, থানা পোস্তা, কোলকাতা, ৭০০০৩৬ মহাশয়কে আমমোক্তারকৃত করল। উক্ত আমমোক্তার বিগত ২৩/১২/২৪ তারিখে I-9208/24 নং দলিলবলে গ্রহীতা ইয়াকুল সেখ, পিতা জালাল সেখ সাং ব্রহ্মনগর, পোঃ-হৃদয়পুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া ৬ নং হৃদয়পুর মৌজায় খতিয়ান নং আর.এস ও এল.আর ২৭২৮ ও ২৭২৭ নং দাগ নং ২৭১৭ ও ২৭১৮ নং মোট ৩৩ শতক জমি বিক্রিত মাত্র। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাপড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম রানাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, আদালত
মিস্ কেস নং: ১৮/২০২৪
(সাকসেশন সার্টিফিকেট)

দরখাস্তকারী: শ্রী গৌতম দে, পিতা- মৃত শক্তি প্রসাদ দে ওরফে শক্তি পদ দে, বয়স অনুমান ৬৪ বৎসর, জাতি - হিন্দু, পেশা - ব্যবসা, সাং - সুবল পোদ্দার লেন, পোঃ ও থানা - শান্তিপুর, জেলা -নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১৪০৪

সাইটী: - ১. **শ্রী অনিমেষ দে,** পিতা- মৃত শক্তি প্রসাদ দে ওরফে শক্তি পদ দে, সাং - সুবল পোদ্দার লেন, পোঃ ও থানা -শান্তিপুর, জেলা -নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৪১৪০৪, ২. **শ্রীমতী স্বপ্না দত্ত,** স্বামী - মৃত সোমেস দত্ত, সাং - 'জলদ প্রভা', দেবাশীষ ঘটক সরনী আপার, চেলিডাঙ্গা, আসানসোল এম.সি.ইও.সি. ডাঁঙ্গা, পোঃ - আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩৩০৪, ৩. **শ্রীমতী কৃষ্ণা প্রামানিক,** স্বামী - শ্রী সুব্রত প্রামানিক, সাং - রানাবাঁধ ভায়া বাগালঝি, পোঃ - রানাবাঁধ ভায়া বাগালঝি, জেলা -নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৪১১২৩, ৪. **শ্রীমতী কাবেরী শীল,** স্বামী - শ্রী সুধীর কুমার শীল, সাং - ১১, নড়ুয়া বোস পাড়া, পোঃ ও থানা -চন্দননগর, জেলা -হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১২১৩৬, ৫. **শ্রীমতী কনিকা নন্দী,** স্বামী - শ্রী সমীর কুমার নন্দী, সাং - ইমান বাজার রোড (Near D.M Bunglow), পোঃ - হুগলী, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ . পিন - ৭১২১০৩, ৬. **শ্রী সান্তনু দে,** পিতা - মৃত অতনু দে, সাং - ১৭/১, কাপুরিয়া পট্টি রোড, পোঃ - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ,পিন – ৭৪২১০১, ৭. **শ্রী ইন্দ্রজিত দে,** পিতা -মৃত অতীন দে, সাং - ক্ষেত্রমোহন শাহ স্ট্রীট, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১২২০১, ৮. **শ্রী সুমন্ত্রজিত দে,** পিতা -মৃত অতীন দে, সাং - ক্ষেত্রমোহন শাহ স্ট্রীট, পোঃ ও থানা -শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১২২০১,

এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, জেলা - নদীয়া, থানা - শান্তিপুরের অন্তর্গত সুবল পোদ্দার লেন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৪০৪ নিবাসী মৃত **অজয় দে,** পিতা - মৃত শক্তি প্রসাদ দে ওরফে শক্তি পদ দে এবং মৃত **রেনু দে,** স্বামী - মৃত শক্তি প্রসাদ দে ওরফে শক্তি পদ দে, সর্ব্ব সাং - সুবল পোদ্দার লেন, পোঃ ও থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৪০৪ এর একজন ওয়ারেশ হিসেবে উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা বাবদ সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরোক্ত মিস্ কেস রুজু করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে বেলা ১০.৩০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় এই মোকৰ্দ্দমা এক তরফা সূত্রে মঞ্জুর হইবে।

SCHEDULE
(Description of Debt & Dues)

Name of Debtor	Number & date of the Debts & Dues	Amount
Manager Indian Overseas Bank, Chowringhee Branch Kolkata	Savings Bank **Account No-031901000008281** in the joint names of Ajoy Dey, Since deceased and Renu Dey, Since deceased	Rs. 3,31,547.72 (p) + interest
Manager State Bank of India, Kolkata High Court SPB Branch, 1, Strand Road, Kolkata	Savings Bank **Account No-11143815294** in the name of Ajoy Dey, Since deceased	Rs. 25,605.61 (p) + interest
Manager State Bank of India Santipur Branch P.O - Santipur, Dist - Nadia	Regular Savings Bank **Account No - 40067845658** in the name of the deceased Ajoy Dey, Election Expenses, A/C 20-21	Rs. 21,41,197/- + interest
Sub-Post Master (HSG-II) Santipur Post Office Nadia, Pin-741404, W.B	Savings Bank Pass Book Account No-2716267821 in the name of Ajoy Dey, Since deceased	Rs. 5,11,711/- + interest

TOTAL = Rs. 30,10,061 - 33 (p) + interest if any
(Rupees Thirty Lakh ten thousand sixty one and paise thirty three)
By Order of the Court
Gopal Das (Sharistadar)
District Delegate Court, Ranaghat, Nadia

সিআর পার্কে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোটপ্রচারে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার দিল্লির সিআর পার্কে হিন্দিবলয়ের বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোটপ্রচারে নামেন শুভেন্দু। দিল্লির মানুষকে ভোটের মাধ্যমে আপকে 'জবাব' দেওয়ার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি, সেই একই সুরে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও। তাঁর কথায়, 'ইন্ডি জোটের অন্যতম ছিল তৃণমূল। ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি নন্দীগ্রামে হারিয়েছি। মমতা এখন মুখ্যমন্ত্রী নন। কম্পার্টমেন্টাল সিএম। ২৬ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব। তার আগে আপনারা দিল্লিতে জবাব দিন।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, দিল্লির নির্বাচনে জিততে বাংলার সদ্য 'ক্ষত' আরজি কর-কাণ্ডকেও হাতিয়ার করে ভোট প্রার্থনা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'আপনারা যদি আরজি করের ঘটনায় ব্যাথিত হন, তা হলে বিজেপিকে জেতান।' এরপরই দুর্নীতি, পরিবারবাদ ও তুষ্টিকরণের কথা টেনে কেজরীবাল ও মমতার বিরুদ্ধে একই সুরে আক্রমণ শানান নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তিনি বলেন, 'দেশের যেখানেই এদের সরকার আছে, সেখানেই এরা ব্যর্থ হচ্ছে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।' হিন্দিবলয়ের ভোটে বরাবরই বিজেপির অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ভাল ফল হিন্দু-হিন্দুত্ব রাজনীতি। গতকাল দিল্লিতে প্রচারে এসে সুকান্তর মুখে শোনা যায় হিন্দু নির্যাতনের কথা। এদিন আবার একই সুর শোনা যায়, শুভেন্দুর গলাতেও। এদিন তাঁকে প্রশ্ন করতে শোনা যায়, 'দু কোটি বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে বিপন্ন। রোজ মন্দির ভাঙছে। বাংলাদেশ নিয়ে কেজরিওয়ালের বক্তব্য পেয়েছেন কি না তা নিয়ে। সঙ্গে প্রশ্ন করেন, অতিশি দিদিমনিকে কিছু বলতে শুনেছেন কি না।' প্রসঙ্গত, আগামী মাসেই আপ প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নামবে তৃণমূল। দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশেই রাজধানীতে প্রচারে যেতে চলেছেন লোকসভা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। নয়াদিল্লি বিধানসভার প্রার্থী অরবিন্দ কেজরীবাল ও কালকাজি বিধানসভার প্রার্থী অতিশি মারলেনার সমর্থনের ভোট প্রচারে নামবেন তিনি।

পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনই লক্ষ্য: রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনের নতুন দীশা দেখাতে চলেছে আসন্ন বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন। এধরণের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে এবারের সম্মেলনে বেশ কয়েকটি নীতি ঘোষণা করা হতে পারে। অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন এবং কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে দুটি নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ৫-৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আয়োজিত হতে চলা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্য এই বিষয়ে দু'টি নতুন নীতি তৈরি করেছে। প্রথমটি 'গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি', যা অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহায়তা করবে। দ্বিতীয়টি 'নিউ অ্যান্ড রিনিউবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রমোশন পলিসি', যার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। এই দুই নীতির আওতায় পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমির চরিত্র বদলের ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিদ্যুৎ খরচের উপর ছাড় দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য এমন শিল্পকে উৎসাহী করা, যা কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে পরিবেশরক্ষায় সাহায্য করবে।

বাংলায় শিল্পের অনুকূল পরিবেশের বার্তা দিতে প্রতিবারের মতো এবারও আগামী বছরের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন। অষ্টম বিজিবিএসে উপস্থিত থাকবেন ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। গত বছরের ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নিউটাউনের হাতিশালায় ইনফোসিসের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয়েছে। এবার বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন মঞ্চ থেকে রাজ্যে এআই হাব স্থাপনের ঘোষণা করতে পারে আইটিসি ইনফোটেক।

চিনা নববর্ষ উদযাপন টেরিটি বাজারে। আনন্দ উৎসবে মেতেছেন চিনারা।

নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ছিল নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির চতুর্থ দিন। গত শুক্রবার কর্মসূচির সূচনাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে তা অব্যহত চতুর্থ দিনেও। রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে ১৩ হাজার ৬৫৪টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন রাত আটটা পর্যন্ত শিবিরগুলিতে পা পড়েছে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৪২ জন মানুষের। এই দফায় দুয়ারে সরকারের চার দিনের কর্মসূচিতে মোট শিবিরের সংখ্যা ৭ লক্ষের বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এপর্যন্ত মোট শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ৭ লক্ষ ২২ হাজারের বেশি। তাতে জমায়েত হয়েছে ৪১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩৭২ জন মানুষের।

এই দফায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের সর্বত্র ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৩৭টি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে মোট ৩৭টি প্রকল্পের সুবিধার জন্য আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। লদীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বার্ধক্য ভাতার মতো চিরাচরিত প্রকল্পের পাশাপাশি দুয়ারে সরকারে এবার কৃষি যন্ত্রাংশ কেনার আর্থিক সাহায্য প্রকল্পেও আবেদন করার সুযোগ মিলবে।

বাগবাজার বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবেদিতা স্কুলের নিকট বলরাম মন্দিরের সংলগ্ন চত্বরে নবীন সংঘের পরিচালনায় অন্যবারের মতো এবারেও ৪দিন ব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, সদানন্দপ্রাণা মাতাজি, অধ্যক্ষা সীমা চক্রবর্তী এবং বইমেলার প্রাণপুরুষ সনাতন মাস্টারমশাই। বইমেলার উদ্বোধন হবে ৩১ জানুয়ারি এবং সমাপ্তি হবে ৩ ফেব্রুয়ারি।

রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে হবে রাজ্য বাজেট অধিবেশনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরে ফের রাজ্যপালের অভিভাষণের মধ্যে দিয়ে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সূচনা হতে চলেছে। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রথা মাফিক রাজ্যপালকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তারপরে রীতি মেনে রাজ্যপালের বক্তব্যের ওপর আলোচনা চলবে। তারপরে পেশ করা হবে আগামী আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট। প্রসঙ্গত, ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের সূচনা হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হতে পারে। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হতে চলেছে।

ডা. স্বপন দত্ত বাউলকে স্বর্ণপদকে সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব বাঙালির জীবন্ত কিংবদন্তি বিশ্ববাংলার গৌরব সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের ৬৯তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতা সল্টলেক সেক্টর ৩'র রঙ্গমঞ্চ অডিটোরিয়াম ইস্ট্রান জোনাল কালচারাল সেন্টারে। নাচে গানে, কবিতায় সারাদিন ধরে জমজমাট অনুষ্ঠানে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ ও গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বাঙালি বিশ্বকোষ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের কাছে স্বর্ণপদকে সম্মানিত হয়ে পৃথ্বীরাজ সেনের আশির্বাদ পেলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল বলেন, 'এর আগে বর্ধমানের জেলাশাসক ডক্টর সুব্রত গুপ্ত ও পরে দিল্লিতে ভারত মহাসভা হিন্দু হলে আমি স্বর্ণপদকে সম্মানিত হয়েছিলাম আমার বহুমুখী প্রতিভার জন্য। এবার সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন মহাশয় স্বর্ণপদক তুলে দিলেন নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানে বার্তায় অনন্য অবদানের জন্য। আমি এই নিয়ে জীবনে তৃতীয়বার স্বর্ণপদকে সম্মানিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।'

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১৫ মাঘ, বুধবার

সন্দীপের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেমের অনুমতি স্বাস্থ্যভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেমের অনুমতি দিল স্বাস্থ্য ভবন। শুনানির ২৪ ঘণ্টা আগেই মিলল অনুমতি। আরজি করকাণ্ডে দুটি পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। একটি মামলায় জামিন পেয়ে যান তিনি। তবে অপর মামলা থেকে অব্যাহতি না পাওয়ায় আপাতত জেলেই আছেন সন্দীপ ঘোষ।

আরজি কর মামলায় গত বছরের নভেম্বরে চার্জশিট জমা পড়লেও স্বাস্থ্য ভবন এনওসি না দেওয়ায় ঝুলেছিল চার্জগঠন। সুপ্রিম কোর্টেও বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। এদিকে কেন চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে লাগাতার সরব ছিল বিরোধী চিকিৎসক সংগঠনগুলি। বারবার বলেও কাজ না হওয়ায় আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা করেন। মঙ্গলবার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই সোমবার সন্ধ্যায় সিবিআই-কে এনওসি দিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। অর্থাৎ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জগঠনে আর কোনও বাধা নেই। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সাতদিনের মধ্যে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতকে চার্জ গঠন করে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দেন। এরপরই মঙ্গলবার আদালতে বিষয়টি জানায় সিবিআই। অন্যদিকে ইডি-র আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁরা ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই।

এদিকে এদিন এএসজি আদালতকে জানান, সুপ্রিম কোর্টে আরজি করের খুন ধর্ষণ মামলার সঙ্গেই এই দুর্নীতির মামলা চলছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২৩ অগাস্ট হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করের দুর্নীতি মামলার তদন্ত হাতে নেয় সিবিআই। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাতে শিলমোহর দেয়। গত বছর ২৯ নভেম্বর চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। বিচারপতি এদিন জানান, এই মুহূর্তে এই আদালতের এই মামলায় আর কিছু করার নেই। ইডি-র তরফে আইনজীবী জানান, ২২ জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বেশ কয়েকজনকে জেরা করা হয়েছে। অভিযুক্ত সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরুর জন্য কনসেন্ট পেয়েছে সিবিআই। নিম্ন আদালতকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল শুরু করে যত দ্রুত সম্ভব বিচার শেষ করার নির্দেশ হাইকোর্টের।

তবে এদিন ইডি- র ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হতে দেখা গেল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। বিচারপতি বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই জানান, 'ইডি চার্জশিটও দেয় না আর বিচারপ্রক্রিয়া বা ট্রায়ালও শুরু হয় না।' প্রসঙ্গত আরজি কর মামলায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা না দেওয়ায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ২৯ শে নভেম্বর আলিপুরে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। আগামী ৩০ শে জানুয়ারি আলিপুরে পরবর্তী শুনানি রয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইডির বক্তব্য শোনার পরই নিম্ন আদালতকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল শুরু ক'রে, যত দ্রুত সম্ভব বিচার শেষ করার নির্দেশ দেন।

২০২৫-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে আরও কড়া সংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে আরও কড়া সংসদ। পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নজরদারি এবং মোবাইল ফোন-সহ যেকোনও ধরণের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আসছে কড়াকড়ি নিয়ম। জেলায় জেলায় এই নিয়ে গাইডলাইন পাঠালো সংসদ।

পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নজরদারি নিয়ে কড়া মনোভাব সংসদের। ২৫ জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন প্রতিটি ক্লাসরুমে নজরদারির জন্য। প্রতিটি ক্লাসরুমে ন্যূনতম দু'জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা রাখতেই হবে নজরদারির জন্য। একইসঙ্গে নির্দেশ, মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্রনিক গেজেট নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনও পরীক্ষার্থী প্রবেশ করলেই তার চলতি বছরের পরীক্ষা বাতিল হবে। পাশাপাশি যে পরীক্ষাগুলি তার দিতে বাকি থাকবে সেই পরীক্ষাগুলিও সে দিতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, গত বছর একাধিক পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার ঘটনা সামনে আসে। সেই কারণে এবার লিখিতভাবে নির্দেশিকা দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল সংসদের তরফ থেকে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। প্রসঙ্গত, আগামী ৩ রা মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।

আরজি কর ইস্যু: বাবা-মায়ের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রাইয়ের ফাঁসির সাজা চান না অভয়ার বাবা-মা। সোমবার আইনজীবীর মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টে এমনই জানিয়েছেন তাঁরা। এরপরই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, সৌগত রায়রা। এবার একই প্রশ্ন তুলে দিলেন রাজ্যের আরও এক বর্ষীয়ান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তিনি অভিযোগ করেন, 'নির্যাতিতার বাবা-মা সিপিএমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।' ২০২৬ বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই বামেরা এই কৌশল নিয়েছে বলেও দাবি করেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী।

পাশাপাশি, আন্দোলনকারী চিকিৎসকদেরও নিশানা করেন তিনি। শোভনদেবের অভিযোগ, চিকিৎসকদের আন্দোলন অনৈতিক ছিল। সরকারের থেকে বেতন নিয়ে চিকিৎসকরা সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও কটাক্ষ করেন শোভনদেব। একা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নয়, সোমবার মধ্যমগ্রামের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা-বাবার বক্তব্যকে গুরুত্বহীন বলে দাবি করেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর কথায়, 'ওদের বক্তব্যকে আমি গুরুত্ব দিতে চাই না। ওনাদের মেয়ে মারা গিয়েছেন, তাই ওনাদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু ওঁরা তো ঠিক করবেন না কে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, কে থাকবেন না। পরিবারের কথার গুরুত্ব শুধু সংবাদমাধ্যমের কাছে আছে, আর কারও কাছে গুরুত্ব নেই।' এদিন আর এক তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকেও নির্যাতিতার বাবা-মার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার হাইকোর্টে নির্যাতিতার বাবা-মা সঞ্জয়ের শাস্তি নিয়ে নিজেদের মত জানানোর পরই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন বার বার সঞ্জয়ের শাস্তি নিয়ে নিজেদের অবস্থান বদল করছেন নির্যাতিতার পরিবার। অন্য কারও পরামর্শেই নির্যাতিতার বাবা-মা চলছেন কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন কুণাল। এবার একই সুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সরাসরি বামেদের যোগাযোগের অভিযোগ তুললেন শোভনদেব।

প্রোমোটার নিগ্রহে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগরে এক প্রোমোটারের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগের ঘটনা সামনে এসেছিল কয়েকদিন আগেই। শুধু তাই নয়, টাকা না পাওয়ায় প্রোমোটারকে মারধরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নাম জড়ায় এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলরের। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। ঘটনায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, সত্য উদঘাটনের জন্য যেভাবে তদন্ত করা দরকার সেভাবেই এগোতে হবে পুলিশকে।

এদিন বিচারপতি নির্দেশ দেন, যে যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে পুলিশকে। নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন জানাতে হবে আক্রান্ত প্রোমোটারকে। সেই আবেদন খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কড়া নজর রাখতে হবে পুলিশকে। নির্দেশ হাইকোর্টের।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিধাননগরের এক প্রমোটারের কাছ থেকে তিরিশ লক্ষ টাকা তোলার দাবির অভিযোগ ওঠে। তোলার টাকা না পেয়ে প্রোমোটারকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কাউন্সিলরদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় নাম জড়ায় বাবাই, গোবিন্দ দাস, শুভেন্দু-সহ একাধিক জনের। তবে একমাস হয়ে যাওয়ার পরও এখনও অধরা ওই কাউন্সিলর। কোথায় তিনি তাঁর কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ।

২৪ জন চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল রাজ্য যোগ কাউন্সিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ জন যোগ চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল রাজ্য যোগ কাউন্সিল। স্বাস্থ্য ভবনের রিপোর্টে এই ২৪ জনের বিরুদ্ধে মেলে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির হদিশ। যোগ কাউন্সিলে চিকিৎসক হিসাবে যাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, সেই সার্টিফিকেটগুলো ভুয়ো। কারণ তাঁদের সেই যোগ্যতাই নেই। রিপোর্ট বলছে, পরীক্ষা না নিয়েই টাকার বিনিময়ে ২৪ জনকে যোগ চিকিৎসকের স্বীকৃতি দিয়েছে কাউন্সিল। টাকার বিনিময়ে সেই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বলেই স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর। এরপর আগামী সাতদিনের মধ্যে ভুয়ো যোগ চিকিৎসকদের শংসাপত্র ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রে এ খবরও মিলেছে, কাউন্সিলের দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে প্রথমে অভিযোগ করেন এক ব্যক্তি। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ভবনকে তদন্তের জন্য চিঠি দেন রাজ্যপাল। রাজভবনের চিঠি পেয়ে গত ২৭ অগস্ট কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট তলব করে স্বাস্থ্যভবন। সেই রিপোর্টেই হদিস মেলে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির তথ্য।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে যোগ চিকিৎসক হিসাবে ২৭২ জনের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্য ভবনের আয়ুষ ব্রাঞ্চ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তিন দফায় পরীক্ষা নেওয়ার কথা স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়। অভিযুক্ত রেজিস্ট্রার শুভ্র ভট্টাচার্যের দাবি ছিল, প্রথম দফার পরীক্ষা হয়েছে ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তদন্তে নেমে কাউন্সিল জানতে পারে ওই দিন কোনও পরীক্ষাই হয়নি। এরপর ২০২৪ সালের ১৩-২০ জানুয়ারি পরীক্ষাতেও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পরীক্ষায় বসার জন্য যোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই মর্মে শংসাপত্র প্রয়োজন। কাউন্সিল সূত্রের খবর, যিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন সেই প্রাক্তন রেজিস্ট্রার শুভ্র ভট্টাচার্যই আবেদনকারীর অভিজ্ঞতার শংসাপত্রে সই করেছেন। দুর্নীতির কথা স্বীকার করেন কাউন্সিল সভাপতি তুষার শীল। প্রাক্তন রেজিস্ট্রার শুভ্র ভট্টাচার্য তাঁকে অন্ধকারে রেখে দুর্নীতি করেছে বলে দাবি করেছিলেন সভাপতি তুষার শীল। প্রাক্তন রেজিস্ট্রার আবার আঙুল তুলেছেন সভাপতির দিকে।

কুণালের মানসিকতা নিয়ে আক্রমণ তাপস জায়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার বাবাকে আক্রমণ করায় কুণাল ঘোষকে এবার বিদ্ধ করলেন তাপস পালের স্ত্রী নন্দিনী। প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের স্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, 'কুণালবাবু প্লিজ জানুন কষ্ট বেদনার প্রকাশ বড় ব্যক্তিগত। আপনার মন্তব্য এত অংসবেদনশীল, রূঢ় কেন? দোষী কী একজন? নাকি মা-বাবা কাঁদছেন না মানে তাঁরা তাঁদের মেয়েকে মেরেছেন?' এখানেই শেষ নয়। তিনি ফেসবুকে আরও লেখেন, '২০ দিনের মধ্যে বাবা ও মাকে হারিয়েছিলাম। এতমাত্র সন্তান হয়েও কাঁদতে পারিনি একফোঁটাও। স্বামী মারা যাওয়ার পরেও তাই। কিন্তু আমি এই শক আজও বয়ে বেরাচ্ছি। সময়, সে কষ্ট লাঘব তো করতেই পারিনি, বরং দিন দিন আরও বাড়ছে।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অভয়ার মা-বাবার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাতে দেখা গিয়েছিল কুণাল ঘোষকে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী জানান, 'পরিবারের তরফে কোনও আপিল এখনও করা হয়নি।' নির্যাতিতা পরিবারের অপর আইনজীবী গার্গী গোস্বামী বলেন, 'পরিবার এখনও পর্যন্ত ফাঁসি চায় না। তাই আমরা আবেদন করিনি।' এই পরিস্থিতিতে আক্রমণ শানান কুণাল ঘোষ। বলেন, 'নির্যাতিতার বাবা মা সঞ্জয়ের ফাঁসি চান না। কাদের কথাতে চলছেন তাঁরা! কারা রয়েছে পেছনে! সিপিআইএম, অতিবাম আর জুনিয়র ডাক্তারদের কথা ওদের মুখে! নির্যাতিতার বাবা মা সঞ্জয় রাইকে প্রোটেক্ট করছেন। এরপর তো জেলে সঞ্জয়ের জন্য খাবার নিয়ে যাবেন। রহস্যজনক আচরণ করছেন তাঁরা।'

একইসঙ্গে কুণালের দাবি, চক্রান্তকারীদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। তাঁরা কিছু লুকাচ্ছেন কিনা সেই প্রশ্নও তোলেন। এরপরই কুণালকে বলতে শোনা যায়, 'মেয়ের মৃত্যুতে বাবা-মার বুক ভেঙে গিয়েছে। অথচ সেদিন থেকে স্নায়ু ধরে রেখে একেকদিন একেকরকম বিবৃতি দিয়ে যাওয়া, কী করে হতে পারে? আমরা কান্নার ছবি দেখতে পেলাম না। আমরা বুকফাটা আর্তনাদের যে ছবি দেখে থাকি, তাঁরা ইস্পাতকঠিনভাবে প্রথম দিন থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছেন।' কুণালের এই মন্তব্য নিয়েই তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। এবার এই ইস্যুতেই তাপস পালের স্ত্রীর রোষানলে কুণাল।

হেলে পড়া বহুতল ছাড়তে নারাজ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার জোকায় দুটি হেলে পড়া বহুতলের হদিশ মিলল। সূত্রে খবর, জোকা জেমস লং সরণিতে একটি পাঁচতলা বাড়ি হেলে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বহুতল তৈরি হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তা একপাশে হেলে যায়। ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

এদিকে এই বহুতলের বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভিতরে থাকতে ভয় লাগে। কিন্তু, কোথায় যাবেন এর কোনও সুরাহা না মেলায় এখানেই থাকতে বাধ্য তাঁরা। ওই বহুতলের এক ভাড়াটে জানান, বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইও অসুস্থ। আর সেই কারণেই ভয় লাগলেও অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই তাঁদের। এদিকে আবার ওই বহুতলের নিচে রয়েছে দোকানও। সেই সব দোকানের মালিকেরা জানান, ইঞ্জিনিয়াররা দেখে গিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করলে বহুতলটির ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে যে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তা হল, কলকাতা পৌরনিগমের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বোরো ১৬ চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে এই বহুতল কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি জোকা ডায়মন্ড পার্কের ওপর আর একটি তিনতলা বাড়ি হেলে রয়েছে। প্রায় ১২-১৩ বছর আগে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। এই বাড়িতেও পৌরনিগমের তরফে নোটিস দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ব্যারাকপুরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ ব্যারাকপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ব্যারাকপুরে আয়োজিত হল 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' পদযাত্রা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে উক্ত পদযাত্রার সূচনা করেন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ কর্তারা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শুরু হয়ে চিড়িয়া মোড় এবং স্টেশন ঘুরে পদযাত্রা ফের চিড়িয়া মোড়ে এসে শেষ হয়। এরপর পথ নাটিকার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয়। এদিন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'রাস্তা সবার জন্য সুরক্ষিত রাখতে হবে। শুধু ট্রাফিক পুলিশকে দুষলে হবে না। মানুষকেও সচেতন হতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাফিক গার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। তবে জুন মাসের শেষে দিকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পুরোদমে চালু হয়ে গেলে, বিটি রোডের ওপর চাপ অনেকটাই কমবে।' অপরদিকে মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক বলেন, 'সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোচ্ছেন, তখন ফেরা নিয়ে যাতে বাড়ির লোকের কোনও দুশ্চিন্তা না হয়।'

স্যালাইন কাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিক্যালের চিকিৎসককে রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইন কাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সাসপেন্ড হওয়ার চিকিৎসক পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ কলকাতা হাইকোর্টের। মঙ্গলবার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে সঙ্গে নির্দেশ, ওই চিকিৎসককে তদন্তে সহযোগিতাও করতে হবে। সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, স্যালাইনকাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়। এই ১২ জনের তালিকাতেই ছিলেন পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন উঠেছিল অ্যানাস্থেসিয়া নিয়ে। যদিও তাঁর দাবি, কোনও গোলযোগই হয়নি। অ্যানাস্থেসিয়ার কারণে রোগীর মৃত্যু হয়নি। কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

পুলিশের তরফে এফআইআর দায়ের হতেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাতেই এদিন এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। যদিও ইতিমধ্যেই স্যালাইনকাণ্ডে প্রধান বিচারপতির এজলাসে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। তা নিয়েও চাপানউতোর জারি আছে। প্রসঙ্গত, এদিনই আবার পনেরো দিনের লড়াই শেষে বাড়ি ফিরছেন মেদিনীপুর স্যালাইন কাণ্ডে এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন প্রসূতি মিনারা বিবি। গত ১২ জানুয়ারি গ্রিন করিডর করে তাঁদের এখানে আনা হয়েছিল। চলছিল মরণ-বাঁচন লড়াই। মিনারা ছাড়াও আরেক প্রসূতি মাম্পি সিংহকে ভেন্টিলেটর থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঞ্চে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দিন তিনেক আগে শোকজের চিঠি পেয়েছিলেন অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। সাতদিনের মধ্যে তাঁর জবাব দেওয়ার কথা। তারমধ্যে অবশ্য অন্য পথে দলের মানভঞ্জনের চেষ্টা করলেন বিধায়ক। এর মধ্যেই তিনি দেখা করেন কৃষি মন্ত্রী তথা বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সূত্রের খবর, নিজের বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন নারায়ণ গোস্বামী। একইসঙ্গে এও খবর, ভুল শোধরানোর ইচ্ছাপ্রকাশও নাকি করেছেন তিনি। তবে এ নিয়ে নারায়ণ গোস্বামীর মুখে কুলুপ। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'সময়ের মধ্যেই যা জবাব দেওয়ার, দেব।' গত ২৪ জানুয়ারি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ককে নবান্নে ডেকে শোকজ লেটার হাতে ধরিয়ে দেন বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এর আগে ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ২৪ পরগনা সফরে গিয়ে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি যেন অন্য বিধানসভা এলাকায় নজর না দেন, স্পষ্ট সেই নির্দেশ দেন মমতা। কিন্তু তারপরও সতর্ক হননি বিধায়ক। সম্প্রতি অশোকনগরের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখা যায় নারায়ণ গোস্বামীকে। শুধু তাই নয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে একের পর এক 'চটুল' রসিকতাও করতে থাকেন তিনি। দর্শকাসনে থাকা তরুণীদের উদ্দেশে নানা ধরনের কুকথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই স্যোশাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়। এরপরই শাসক দলের অন্দরেও এনিয়ে আলোচনা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শোকজ করা হয় নারায়ণ গোস্বামীকে। এর মধ্যে সোমবার খড়দহের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলেন অশোকনগরের বিধায়ক। সেখানে তাঁর সঙ্গে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দেখা হয়। সূত্রের খবর, সেখানেই নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চান নারায়ণ গোস্বামী। জানান, আবেগের বশেই তিনি নানা সময়ে নানা বেফাঁস কথা বলে ফেলেন, যা বিতর্ক তৈরি করেছে। এর জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশও করেছেন। এরপর সতর্ক হবেন বলে জানান। আগেও অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে একই সাফাই দিয়েছিলেন নারায়ণ গোস্বামী। কিন্তু শোভনদেব তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এসব বলে লাভ নেই। শোকজ চিঠির লিখিত জবাব দিতে হবে। অশোকনগরের বিধায়কের নানা মন্তব্য বারবার দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। জনমানসে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, সেকথা মাথায় রেখেই ছাব্বিশের ভোটের আগে নারায়ণে কড়া পদক্ষেপ তৃণমূলের।

ডিজিটাল অ্যারেস্টে সর্বস্বান্ত কলকাতার এক দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতারণার নয়া ফাঁদ পাতা হচ্ছে প্রতিদিনই। শহর থেকে গ্রাম, বহু মানুষ সেই ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন অনেকেই। এই নতুন কায়দার নাম 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অভিনব কায়দায় লুটে নেওয়া হচ্ছে জমানো টাকা। এবার এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার হলেন খাস কলকাতার এক দম্পতি। একইসঙ্গে জমানো পুঁজি প্রায় সবটাই হারিয়ে ফেলেছেন শুভাশিস রায়, চন্দ্রা রায়।

সূত্রে খবর, একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন শুভাশিস। ২০২১ সালে কোভিড হওয়ার পর থেকে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কাজ ছাড়তে বাধ্য হন। সংসার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা ফোন আসার পরই সব গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কিছুদিন আগে ওই ব্যক্তির মোবাইলে একটা ফোন আসে। ওপার থেকে বলা হয়, দিল্লির এসবিআই হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন করা হয়েছে। জানানো হয়, তাঁর নামে একটি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু হয়েছে, যার থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা তিনি খরচ করেছেন। শুভাশিস স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি এই ধরনের কোনও ক্রেডিট কার্ড নেননি বা খরচও করেননি। তখন অপর প্রান্ত থেকে বলা হয় যে, দিল্লি পুলিশ যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করছে, তাই দিল্লি পুলিশকে পুরো বিষয়টা জানাতে হবে।

চন্দ্রা জানান, এরপর তাঁদের বলা হয়, ফোনের লাইন ট্রান্সফার করা হচ্ছে দিল্লি পুলিশকে। ভিডিয়ো কল রিসিভ করেই তাঁরা দেখতে পান, বড় একটি ঘরে দিল্লি পুলিশের পোশাক পরে কয়েকজন বসে রয়েছেন। সেখান থেকে শুভাশিসকে বলা হয়, 'আপনার নামে ইডি-র অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। আপনি এখনই আধার কার্ডের ছবি তুলে পাঠান।' এরপরই ঘাবড়ে যান ওই দম্পতি। আধার কার্ডের ছবি তুলে পাঠিয়েও দেন। আধার কার্ড পাঠানোর এক ঘণ্টা পর তাঁর কাছে ইডির নামে একটি নোটিস আসে, সেখানে বলা হয় যে শুভাশিসকে গ্রেপ্তার করা হবে। প্রায় আড়াই কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে বলেও জানানো হয় শুভাশিসকে। তিনি জড়িত নন বলে দাবি করলে শুভাশিসকে বলা হয়, তাঁর ব্যাঙ্কের সব তথ্য পাঠাতে। এরপর সেভিংস সংক্রান্ত সব তথ্য জানান দম্পতি। এরপর থেকে ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা আরটিজিএস করতে বাধ্য করা হয় তাঁদের। পরবর্তীকালে শুভাশিস বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপরেই যান গড়িয়াহাট থানায়। এফআইআর করার পর সাইবার সেলে অভিযোগ রেজিস্টার্ড হয়। কলকাতার সাইবার সেল থেকে জানানো হয়েছে যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তবে বাকি সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকরা।

সম্পাদকীয়

প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকারের ঘোষণা দেউচা-পচামি হবেই

জৈব জ্বালানি কমানোর উদ্যোগ করা হলেও তা যৎসামান্য। জাপান-সহ আরও কিছু দেশে যেখানে কয়লা খনি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশে নতুন কয়লা খনির কাজ শুরু করার উদ্যোগ করা হচ্ছে। বিতর্কিত বীরভূমে দেউচা-পচামি তার সাম্প্রতিকতম উদ্যোগ। সেখানকার মানুষের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এবং সমস্ত রকম আন্দোলন দমন করে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ওই কয়লা খনি হবেই। সেখানে কয়লা কত সহজে মিলবে, কর্মসংস্থানই বা কত হবে তার সঠিক কোনও হিসাব নেই। এর ফলে আগামী দিনে কত মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, তাঁদের জীবন ও জীবিকার ক্ষতি হবে, সেটা মাথায় রাখা হচ্ছে না। কী ভাবে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, মৎস্যজীবীদের অধিকারগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে, পরিবেশের কথা চিন্তা না করে, শুধুমাত্র পর্যটন স্বার্থকেই গুরুত্ব দেওয়া হল। গত চার-পাঁচ বছর ধরে যে হোটেল এবং রিসোর্টগুলো তাদের অধিকার বিস্তার করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা করা হবে, উত্তর নেই। প্রবন্ধকার অত্যন্ত যথাযথ ভাবেই উল্লেখ করেছেন, ১৯৮৯ সালে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বই) ও সুন্দরবনের বাসন্তী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত উপকূলভাগের সমস্ত মৎস্যজীবী গণআন্দোলন শুরু করেন 'ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম'-এর ছাতার তলায় এসে। দাবি উঠেছিল 'জল বাঁচাও তট বাঁচাও উপকূলের লোক বাঁচাও'। তাতে এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীরাও অংশগ্রহণ করেন। এর পরে কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন জারি হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১। মন্দারমণির মৎস্যজীবীরা ভেবেছিলেন 'নিয়ন্ত্রিত তট অঞ্চল' ঘোষিত হওয়ায় হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, ভেড়ি ইত্যাদি হবে না। সুরক্ষিত থাকবে তাঁদের জীবন ও জীবিকা। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে হোটেল তৈরি শুরু হয়, বাড়তে থাকে ভূমিক্ষয়। সঙ্কুচিত হতে থাকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের এলাকা। যাঁরা জলকে দূষণের হাত থেকে বাঁচান, তাঁদের দূরে সরিয়ে দিয়ে যাঁরা জল দূষণের কারণ, তাঁদের ডেকে আনা হল। মৎস্যজীবীদের ওই আন্দোলন, জানি না এখন কোন পর্যায়ে আছে। জোরালো আন্দোলন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। হয়তো তাঁদের এই আন্দোলনকেই জঙ্গি আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হত। কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষার্থে তা দমনে যথাযথ পদক্ষেপ করত সরকার। দুর্বলের কথা এই দুনিয়ায় আর কেই বা শোনে।

'পাঠক, তুমি পথ হারিয়েছ!'

স্বপনকুমার মণ্ডল

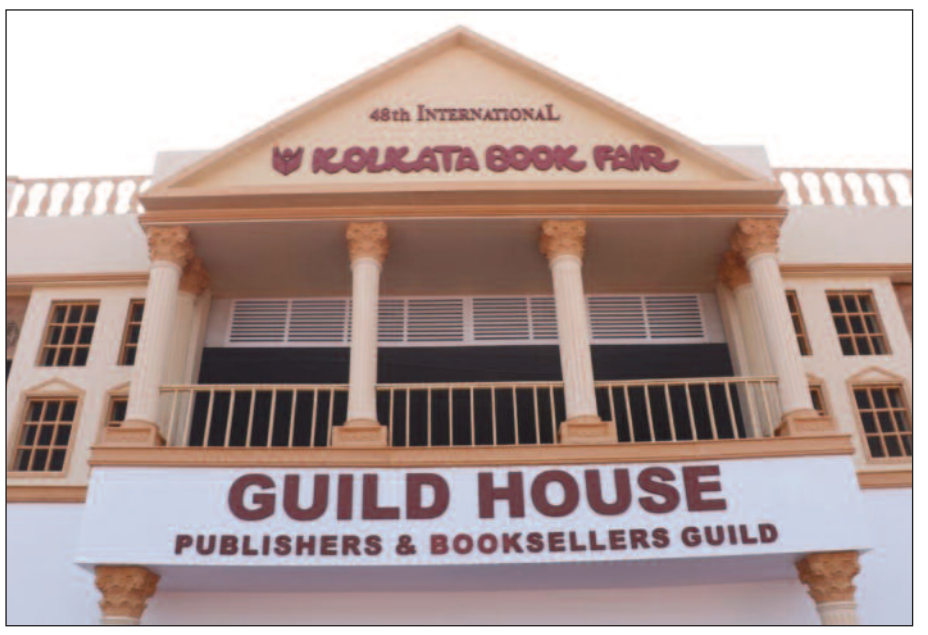

'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ,কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ' — যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর এই বহুচর্চিত মন্তব্যটি বাঙালির আবেগপ্রবণতায় কতটা সত্য হয়ে উঠেছে,সে-বিষয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। কেননা বিজ্ঞানের ক্রান্তিকালেও বাঙালির আবেগে যেমন টান পড়েনি, তেমনই সুযোগের খবর পেলে ছুটে যায়, হুজুগের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসে। শুধু কি তাই! আজ রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাজে কথা'র সাহিত্যচর্চা কিংবা প্রচলিত কথায় 'বাজে কথা'-এর শিল্পসাধনায় আধুনিক বিশ্বে বাঙালি জুড়ি মেলা ভার। অন্যদিকে সাধারণে অসাধারণ ব্যক্তিকে মহাপুরুষ বানিয়ে তোলা বা দেবত্বে উন্নীত করাও তার ভাঁড়ারে টান পড়ে না,বরং তা সোৎসাহে বেগবান মনে হয়। এজন্য বারো মাসে তেরো পার্বণে তার যেমন মন ভরে না, তেমনই তার বছরভর মেলাতেও আশ মেটে না। তার ফলে উৎসবকে মেলায় কিংবা মেলাকে উৎসবে পরিণত করা আবেগপ্রবণ বাঙালির ক্ষেত্রে সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বর্তমান বিশ্বের বিশ্বায়নের নামে ব্যবসায়ানের পণ্য বিপণনের মেলাও বাঙালিকে বিপন্ন করেনি। সেদিক থেকে বাংলার বইমেলা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির বই-উৎসব বা বই-পার্বণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথাটা যেভাবে বলা হল, সেভাবে অবশ্য কার্যকরি হয়নি। কেননা তাতে মানে ফাঁক না থাকলেও মানায় ফাঁকি থেকে যায় । উৎসবের আমেজ আপামর বাঙালির আপনার প্রাণে। সেক্ষেত্রে বইমেলা আজও কতিপয় পরিশীলিত বাঙালির মনে ঠাঁই নিয়েছে। সেজন্য মাঝে মাঝে মনে হয়, মেলার আধিক্যেও বইমেলা আজও বই মেলাতে কিংবা বই মেলানোতে মিলনমেলায় পরিণত হয়নি।

পাকিস্তানের শিক্ষাসচেতনতায় বিপ্লবী কিশোরী থেকে বর্তমানে তরুণী মালালা ইউসুফজাই তাঁর ভাষণে যুদ্ধপীড়িত দেশে খাদ্যের রসদ কিংবা সমরাস্ত্রের পরিবর্তে বই তুলে দেওয়ার কথা বারেবারে দাবি তুলেছেন । সেদিক থেকে সহজেই অনুমেয়, বইয়ের বিস্তার কত জরুরি। অথচ যে-বই মনকে সচল করে তোলে, সে-বইই অচলতার শিকার হয়ে থাকে। বইমেলা নানা জায়গায় নানা ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও তা যে কতটা বইকে সচল করতে পেরেছে সেবিষয়ে সন্দেহ রয়ে যায়। কেননা ব্যবসায়িক কারণেই হোক বা অন্যকোনো কারণেই হোক অধিকাংশ মেলাই শহরকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, বইমেলার লক্ষ্যও সেক্ষেত্রে শিক্ষিত পাঠকশ্রেণির উপর। সেদিক থেকে বইমেলার বুনিয়াদে কৃত্রিম আমেজ তৈরির প্রয়াস থাকলেও তার রসদে সাধারণের টানের অভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই বইমেলায় মেলার কৃত্রিম আমেজ তৈরির প্রয়াস থাকলেও তাতে মিলনমেলার বড়ই অভাব। বইমেলায় মাঠ ভরে না বলে খেদোক্তির অভাব নেই। আবার সেখানেও 'কী কিনব'-র চেয়ে অন্য মেলার মতো কিছু একটা কেনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকেও বইমেলাও সেই শিক্ষাশোভন আভিজাত্যও শিথিল হয়ে পড়ে। এপ্রসঙ্গে মার্ক টোয়েনের একটি গল্প মনে পড়ে। প্রখ্যাত লেখক বলেই শুধু নয়, বইচোর হিসাবেও তিনি চর্চিত। একদিন এক বক্তৃতাসভায় জনৈক বাগ্মী তাঁর ভাষণের সময় মার্ক টোয়েনকে অমনোযোগী দেখে উষ্মা প্রকাশ করেন। এতে সেই অমনোযোগী শ্রোতা বক্তাকে বিস্মিত করে জানান সেই বক্তব্যের সব কথাই তাঁর একটি বইয়ে লেখা রয়েছে। সত্যি সত্যিই মার্ক টোয়েন সেই বক্তাকে তাঁর সেই বইটি দেখিয়ে তা প্রমাণ করেন। আসলে সেটি ছিল একটি বড় অভিধান। বইমেলাও তদ্রূপ জীবনের একটি অভিধানবিশেষ । কিন্তু সমস্যা হল প্রয়োজন ব্যতীত কেউ অভিধানের পাতা খোলে না। ফলে জীবনের অভিধানটির অপ্রয়োজনের দ্বারটি আপনাতেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মেলায় থাকে মিলনের অবসর। বইমেলাও লেখক ও পাঠকের মিলনস্থল বটে। উভয়জনের যোগসূত্র রচনা করেন প্রকাশক। কিন্তু সেভাবে ভাবলে হতাশ হতে হয় । বইমেলার বাড়বাড়ন্তে সেই পাঠকের সংখ্যা সেভাবে কি বেড়েছে? নাকি লেখক-পাঠকের ভঙ্গুর সংযোগ সেতুস্বরূপ প্রকাশকের পাঠক তৈরির কোনো দায় নেই? শুধু সেলসম্যানের মতো বইকে পণ্য করেই সে-দায় থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস ক্রমশ দীর্ঘতর হবে? তাহলে সংবেদনশীল মনে কিন্তু প্রকাশকের ব্যবসায়িক সেলসম্যানের ভাবমূর্তি আরও নিবিড় হয়ে উঠবে এবং এতে বইমেলার আসল উদ্দেশ্যই তাতে ব্যাহত হবে। 'শিক্ষক দিবসে'-এর তাৎপর্য যেমন মাস্টারমশাইকে উপহার দেওয়ার অনুষ্ঠানে হারিয়ে যায়, তেমনই অভ্যাসবশে বইমেলার মহৎ উদ্যোগও আর পাঁচটা বাণিজ্যিক মেলার সঙ্গে একাসনে সামিল হয়ে পড়বে। আর তাতে বাঙালির আবেগপ্রণোদিত বইসংস্কৃতিতে বই-উৎসবের ঘনঘটার নেপথ্যে তার রসিক মনের সরসতা আপনাতেই বিরস হয়ে উঠবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে বইমেলার আয়োজকদের ভূমিকাও কম যায় না। কেননা বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ রক্ষায় আয়োজকদের প্রয়াসের উপরেও বর্তায় বইকি! আসলে আধুনিক বিশ্বে বইয়ের বিচিত্র বহুবিধ বিষয়ের সুবিপুল সম্ভারের রকমারি রঙিন প্রচ্ছদপটে নবীন পাঠকের বিস্ময়ে হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে বিস্ময়ের অরণ্য থেকে মুক্তি প্রদানের দায়ও বইমেলার। অন্যদিকে 'কোন বই কেন পড়ব' এই বিষয়টিই যদি সেই পাঠকের মধ্যে দানা না বাঁধে, তাহলে তো তার পক্ষে বইয়ের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার মানসিকতাও হারিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সব ফুলের যেমন সমান আকর্ষণ থাকে না, তেমনই সে-সবে পুজোও মেলে না। সেক্ষেত্রে পাঠকভেদে পাঠযোগ্য বইয়ের চাহিদায় রকমফের বৈচিত্র বর্তমান। তৃষ্ণার্ত পথিকের যেমন সমুদ্রের লবণাক্ত জলের অতলান্ত পরিসর দেখে হতাশ হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, তেমনই আনকোরা পাঠকের পক্ষে বইমেলায় বইয়ের অরণ্যে দিগভ্রান্ত নবকুমার সাজাটাও অস্বাভাবিক নয়। সেদিক থেকে এই লবণাক্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ তলদেশের মণিমুক্তোর হদিশের মতো (এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাইব্রেরিকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।) বইয়ের অরণ্যে বনৌষধির সন্ধানের মাধ্যমে পাঠকের স্বাস্থ্য রক্ষা করাও জরুরি। এজন্য পথহারা পাঠকের সম্বিত ফিরিয়ে আনার জন্য বইমেলা হয়ে উঠুক অরণ্যের কপালকুণ্ডলা । তার তাতে পথহারা পাঠককুমারের মনে যেমন 'পাঠক, তুমি পথ হারিয়েছ'র চেতাবনি সহজসাধ্য হয়ে উঠবে, তেমনই সেইসঙ্গে 'এসো'র আমন্ত্রণে নতুন পথের দিশা রোমাঞ্চ বয়ে আনবে। সেই রোমাঞ্চের টানেই বোধ হয় বইমেলার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মধুকবি মাইকেল মধুসূদন লিখলেন বাংলায় প্রথম রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'

প্রদীপ মারিক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' । নাটকটির কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র গুলো হ'ল কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, ভীমসিংহ, জগৎসিংহ,ধনদাস। নাটকটি ১৮৬০ সালে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। নারীর প্রতি ধনলোভী কপট পুরুষের প্রতিহিংসা এবং তার ফলে নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি ক্ষুল্লকৃষ্ণকুমারীক্ষু নাটকের মূল বিষয়। চাটুকার ধনদাস নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য জয়পুরের রাজা জগৎসিংহকে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণার আঁকা ছবি দেখিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বিলাসবতীর সহচরী মদনিকা ধনদাসের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়ে কৌশলে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণাকে অনুরাগী করে তোলে এবং কৃষ্ণার মৌখিক স্বীকারোক্তিতে মদনিকা মানসিংহকে পত্র দিলে মানসিংহও কৃষ্ণাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। জগৎসিংহ ও মানসিংহ উভয়ের একই কথা কৃষ্ণাকে না পেলে উদয়পুর আক্রমণ করবে। কৃষ্ণা সবকিছু জানতে পেরে রাজ্যের কল্যাণের কথা ভেবে আত্মাহুতি দেয়। মধুসূদন দত্ত এ নাটকে ইতিহাসের তথ্য অক্ষুন্ন রেখে একাধারে ভীমসিংহের ট্র্যাজিক পরিণতি, দেশ জাতির কল্যাণের জন্য কৃষ্ণার আত্মদানের অনুষঙ্গ টেনেছেন। ভীমসিংহের একদিকে একমাত্র আদরের কন্যা, অন্যদিকে রাজ্য রাজ্যের জনগণ। দুটোর উপরই দরদ ও কর্তব্য তার একই। মেয়ের জীবন রক্ষা করলে রাজ্য ধ্বংস হবে, রাজ্য রক্ষা করলে মেয়ের জীবন বিনাশ হবে। এ টান টান সংকট নাটকের দ্বন্দ্বকে সৃজনশীল করেছে। নারী রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ধনলোভ, ঈর্ষা ও রাজমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অহমিকা এই বিচিত্র প্রবৃত্তিসমূহকে একত্রিত করে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে, মঞ্চ উপযোগী ঋদ্ধ সংলাপে এক স্রোতমুখী করে কাহিনিতে গতি সঞ্চার করা নাট্যকারের সার্থকতার বিশেষ মাত্রা। ক্ষুল্লকৃষ্ণকুমারীক্ষু নাটক ঐতিহাসিক ও সমাজ দার্শনিক উভয় প্রকার চরিত্রের সক্রিয়তায় গতিময়তা পেয়েছে। কৃষ্ণা রাজনীতি বিচ্ছিন্ন চরিত্র। তবুও রাজ্যের কল্যাণের জন্য তার জীবনদান কিছুটা সামঞ্জস্যহীন কিন্তু নাট্যকার ধনদাস ও মনিকা নামে যে দুটি কুচক্রী সমাজ দার্শনিক চরিত্র নির্মাণ করেছেন তা নাট্যকারের মনস্তত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফসল । মনিকার বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও রহস্যপ্রিয়তা তাকে বিশিষ্ট চরিত্রের মর্যাদায় আসীন করেছে। নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য কেউ যদি দায়ী থাকে তবে সে মনিকা। ধনদাস তেমনি ধূর্ত এবং মূলত ধনেরই দাস। তার অর্থলালেুপতার সূত্র ধরেই ক্ষুল্লকৃষ্ণকুমারীক্ষু নাটকের মৌল কাহিনি গতিময়তা পেয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা ঐতিহাসিক রোমান্টিক ট্র্যাজেডির পথপ্রদর্শক। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তাঁকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্ম হলেও মধুসূদন যৌবনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন নাম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণবশত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন আকৃষ্ট হন নিজের মাতৃভাষার প্রতি। এই সময়েই তিনি বাংলায় নাটক ও কাব্যরচনা করতে শুরু করেন। মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো দ্য ক্যাপটিভ লেডি, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর বধ ইত্যাদি। মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নাটকীয় এবং বেদনাঘন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে কলকাতায় মৃত্যু হয় এই মহাকবির। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবিই শুধু নন, প্রথম সার্থক নাট্যকারও। মহাকবি মধুসূদনের হাতেই বাংলা ভাষার প্রথম সফল ট্রাজেডি নাটকের সূচনা। ১৮৬১ সালে রচিত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে 'মাইলফলক' হিসাবে চিহ্নিত। যদিও মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে এবং পরের বৎসর প্রকাশিত হয় 'পদ্মাবতী' নাটক; কিন্তু নাটকের শিল্প-বিচারের মানদণ্ডে 'কৃষ্ণকুমারী'-ই তাঁর সফল সৃষ্টি। ২৯ জুন ১৮৭৩ বিশিষ্ট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর দিন। মৃত্যুর সার্ধ শতবর্ষ পরেও তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতির পটভূমির দিকে তাকালে স্তম্ভিত হতে হয়। ১৮৭৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাও মৃত্যুসজ্জায়, অগত্যা মাইকেল ঠাঁই নিলেন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে। সে আমলে শিক্ষিত বাঙালিরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়াকে কালাপানি পার হওয়ার মতো শাস্ত্রবিরুদ্ধ একটি অসাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করতেন। ফলে এই হাসপাতালটি ছিল মূলত বিদেশী এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত। কিছু বিশিষ্টজনের তদবিরে এবং মাইকেলের নিজের সাহেবী পরিচয়ের জন্য তিনি অবশেষে এ হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি পেলেন। হাসপাতালে আসার পর প্রথম দিকে শুশ্রূষা এবং ওষুধপত্রের দরুণ তাঁর রোগ লক্ষণের খানিকটা উপশম হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যায়। যকৃৎ, প্লীহা এবং গলার অসুখে তাঁর দেহ অনেক দিন থেকেই জীর্ণ হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময়েই তাঁর যকৃতের সিরোসিস থেকে দেখা দিয়েছিল উদরী রোগ। সেই সঙ্গে হৃদরোগের লক্ষণও স্পষ্ট দেখা দেয়। সব মিলিয়ে তাঁর শারীর শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে একজন 'সাহেব-কবি' অকৃপণভাবে মধুভাণ্ড তৈরি করেছিলেন, যার স্বাদ পুরোপুরিভাবে তাঁর স্বজাতি গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছিল। বরং অবজ্ঞা ও সমালোচনায় 'জাত-ত্যাগী' কবিকে ভর্ৎসনা করেছিল। সেই মধুনির্মাতা মধুকবি মারা যাচ্ছেন শুনে আলিপুর হাসপাতালে অনেকের ভিড় দেখা যায়। তাঁর চরম দুরবস্থার খবর শুনেও এতো দিন যারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তারাও এসে হাজির। এরই মাঝে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত চরম অসুস্থ কবি এক পুরনো কর্মচারীর মাধ্যমে ২৬ জুন (১৮৭৩) একটি মর্মান্তিক বেদনার খবর পেলেন,স্ত্রী হেনরিয়াটার মৃত্যুর সংবাদ।আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলিকাতা এসেছিলেন মাইকেলের ভালোবাসার টানে। এমন প্রেয়সীর মৃত্যু সংবাদ কবির কাছে প্রচণ্ড আঘাত হয়ে এসেছিল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মাইকেলের মুখ থেকে প্রথম যে কথাটি বের হয় 'বিধাতঃ, তুমি একই সঙ্গে আমাদের দুজনকে নিলে না কেন ?' হেনরিয়েটার শর্তহীন ভালোবাসা এবং নীরব ত্যাগের কথা মধুকবি নির্দ্বিধায় বলেছেন। হেনরিয়েটার প্রয়াণে মৃত্যুপথযাত্রী কবি খুবই মর্মাহত ও বিষন্ন হয়েছিলেন। ২৮ জুন তারিখে সমস্ত আশা-ভরসাহীন, রোগকাতর, বিষন্ন কবি যখন কেবলমাত্র মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, তেমন সময়ে চন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে যুক্ত হন কৃষ্ণমোহন। উদ্দেশ্য, খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী কবির শেষ স্বীকারোক্তি আদায় করা। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণমোহন এবং চন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে কবিকে জানান যে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তাঁকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। এমন আস্থাহীন অবস্থায় মাইকেলের নির্ভীক উত্তর ছিল ক্ষুন্নমানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারিনে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রামস্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন,আপনাদের দরজার সামনে অথবা গাছ তলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস।' ২৯ জুন ১৮৭৩, রবিবার, মাইকেলের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এলো। সন্তানরা এলেন তাঁকে শেষ বারের মতো দেখতে। এমন কি, তাঁর যে জ্ঞাতিরা হিন্দুধর্ম ত্যাগের কারণে তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র একজন এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। জীবনের শেষ দুই বছর কবির নিদারুণ দুর্দশায় সহায়তার হাত প্রসারিত না করলেও, শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রী কবিকে দেখে অনেকেই করুণায় বিগলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্রামহীন, আঘাতে-উদ্বেগে-পীড়ায় জর্জরিত এবং রোগশীর্ণ দেহ কবি আর ধরে রাখতে পারলেন না। বেলা দুটার সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্যে। তার প্রিয় মেঘনাথ বধ কাব্যের মেঘনাথ হয়ে। মেঘনাথ কে তিনি ট্র্যাজিক নায়ক করে লিখেছিলেন, 'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে; দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।' এই লিখতে লিখতে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেন তার অনির্বচনীয় ইচ্ছা ছিল যাতে তিনি লেখা শেষ করে যেতে পারেন তিনি বললেন, 'আমার বেশ জ্বর থাকার কারণে গত ছয় কি সাত দিন শয্যাগত ছিলাম। আমার জন্য এটা একটা সংগ্রাম ছিল যে মেঘনাদ কি শেষ হবে নাকি আমিই তাঁকে শেষ করব। কিন্তু ভাগ্য কে ধন্যবাদ, আমি জিতেছি। মেঘনাদ এখন মৃত, এটা বলতেই হয় যে আমি বইটি সমাপ্ত করেছি। তবে তাঁকে হত্যা করতে আমাকে অনেক অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়েছে।' এই অশ্রুর দাম যে কত, আজ তার মৃত্যুর সার্ধ শতবর্ষ পর বাংলা সাহিত্যপ্রেমীরা বুঝতে পারে। এমন দৃঢ়চেতা মধু কবি নাট্যকার বাংলা সাহিত্যে হিরের দুতির মতই উজ্জ্বল।

শব্দবাণ-১৭৫

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অত্যন্ত রুষ্ট ৩. ব্যয় ৪. শব্দযুক্ত মেঘ ৬. ধর্মপ্রচার ৯. যা থেমে থাকে না ১০. জাঁকজমক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ভীষণ, অসহ্য ২. সূর্য ৩. ইতরামি, বদমায়েশি ৫. প্রলয় ৭. মূর্তি, কায়া ৮. শহর।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭৪

পাশাপাশি: ২. মনমোহিনী ৫. তিলি ৬. লব ৭. সেবা ৮. বাবা ১০. রঘুবংশ।

উপর-নীচ: ১. শাহি ২. মঙ্গলবার ৩. মোয়া ৪. নীতিবাগীশ ৯. ডুব ১১.ঘুর।

জন্মদিন

আজকের দিন

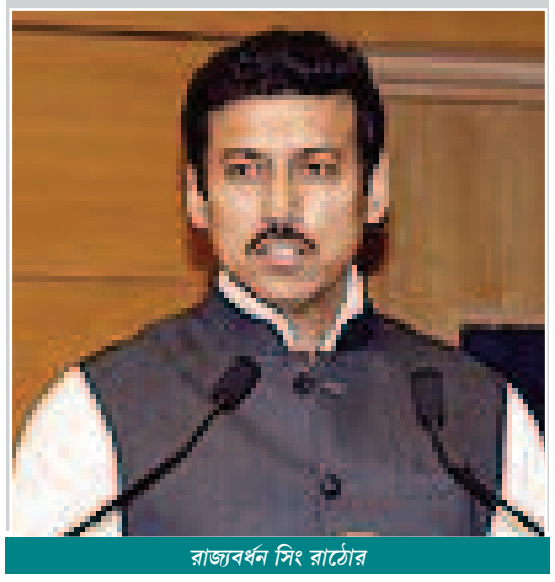

রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর

১৯৬১ *বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট শুটার ও রাজনীতিক রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের জন্মদিন।*

আনন্দকথা

যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম — 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বলতে বলতে!

''পালকি করে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে দেখতে নামলাম, গোবর্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। — আর বাহ্যশূন্য হয়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মঠে, আর গাছপালা, পাখি, হরিণ — এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণ রে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পালকির ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই — চুপ করে বস! হৃদে পালকির পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিল 'খুব হুঁশিয়ার।'

''গঙ্গামায়ীর ভাব হত। তার ভাব দেখবার লোকের মেলা হত। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাটি ফেলে ভরাট, পুর কাউন্সিলরকে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনে দুপুরে ট্রলিতে করে মাটি ও আবর্জনা নিয়ে এসে ভরাট করা হচ্ছে পুকুর। পুকুরের ওই জায়গা ভরাট করে সেই জায়গায় বাড়ি করার পরিকল্পনা করেছে পুকুর মালিক। চোখের সামনে এভাবে পুকুর ভরাট হতে দেখে স্থানীয় পুর কাউন্সিলরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু অভিযোগ কোনো পদক্ষেপ করেনি কাউন্সিলার। ঘটনা বাঁকুড়ার তামলিবাঁধ বাগানবস্তি এলাকার। ঘটনার কথা শুনে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে বাঁকুড়া পুরসভা।

বাঁকুড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তামলিবাঁধ এলাকার বাগানবস্তি এলাকায় আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ছিল একটি পুকুর। বাগানবস্তি পুকুর নামের সেই পুকুরে সান বাঁধানো ঘাট ছিল। বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে স্নান করা এবং গৃহস্থালির বিভিন্ন প্রয়োজনে পুকুরটির জল ব্যবহার করতেন স্থানীয়রা।

সম্প্রতি সেই পুকুরটি ভরাট করে সেই জায়গায় বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করে পুকুরের মালিক আকালিমা বিবি। প্রথমে পুকুরটি ঘিরে ফেলা হয়। পরে ট্রলিতে করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি, রাবিশ ও আবর্জনা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে পুকুরটি বুজিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে পুকুরটির বেশিরভাগ অংশ বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। স্থানীয়রা পুকুরটি বুজিয়ে ফেলার প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের দ্বারস্থ হন স্থানীয়রা। কিন্তু তারপরেও বন্ধ হয়নি পুকুর ভরাট।

অভিযোগ বারংবার নিষেধ করার পরেও পুকুর ভরাট করার ক্ষেত্রে অনড় মনোভাব দেখিয়ে চলেছেন পুকুরের মালিক পক্ষ। পুকুর মালিক পুকুর ভরাটের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর দাবী পুকুর ভরাট করে জমির শ্রেণী পরিবর্তন করে তবেই সেখানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। পুরসভার দাবী এভাবে পুকুর ভরাট করে সেই জমির শ্রেণি বদল করা যায় না। দ্রুত পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাঁকুড়া পুরসভা।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে জনগণের ফর্ম ফিলাপে সাহায্য বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে শুরু হয়েছে নবম দফা দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। মঙ্গলবার নবম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় কাঁকসার পানাগড় বাজারের লক্ষী নারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণে। এদিন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের টেবিলে বসে জনসাধারণের ফর্ম ফিলাপ করতে দেখা যায়। বিরোধীরা বারবার স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষীর ভান্ডারের মতো বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিরোধ মন্তব্য করলেও, সেই বিরোধীদের একাংশকে [illegible] করতে দেখা যাওয়ায় শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমার বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিস ও দপ্তরগুলিতে কোনও কাজ হয় না, তাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে বেলুন দিয়ে সাজিয়ে খাওয়া দাওয়া ভুরিভোজ করে রাজ্যের জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করছে। যদি অফিসগুলিতে ঠিকঠাক কাজকর্ম হত তাহলে হয়তো এই দুয়ারে সরকার করতে হতো না। তারা শুধুমাত্র জনগণের কথা ভেবে তাদের সুবিধার্থে ফর্ম ফিলাপ করছেন এর থেকে বেশি কিছু না।

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এদিন ক্যাম্পে সাধারন মানুষরা ভিড় জমায়। এদিন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান নাসিম হায়দার মল্লিক ও পঞ্চায়েত সদস্যরা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান সুমনা সাহা জানান, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত মানুষের বিগত দিনের ক্যাম্প গুলি থেকে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তার সংশোধন ও যারা এখনও পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা পাননি তাঁরা এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভিড় জমান। বিরোধীরা সবসময় ভুলভাল কথা বলে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক ছাদের তলায় সকল সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই দুয়ারে সরকার করেছে। দুয়ারে সরকারে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাধারণ মানুষ আসছে।

ফের শুটআউট মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবার শুটআউটের ঘটনা মালদায়।

এবার মদ্যপান নিয়ে বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন এক শ্রমিক সরবরাহকারী। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম তাঁর এক বন্ধু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এলাকার ৫ জনের নামে অভিযোগ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর- ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানাথটোলা এলাকায়। গুলিবিদ্ধ হয় মৃত প্রদীপ কর্মকার (৫০) এবং জখম বন্ধু নিরঞ্জন দাস (৪০) । রাধানাথটোলা গ্রামেই বাড়ি তাঁদের। নিরঞ্জন বাড়িতে মদ বিক্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রদীপ শ্রমিক সরবরাহের কাজ করতেন।

মঙ্গলবার সাড়ে ৪ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। নিরঞ্জনের বাড়িতে মদ্যপান করতে যান বন্ধু প্রদীপও। সেখানে আগে থেকেই সেখানে মদ্যপানে আসর বসিয়েছিল অভিযুক্ত নিমাই ঘোষ, বাপী ঘোষ- সহ অভিযুক্তরা ৫ জন। ওই সময় মদ্যপান নিয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে বচসা শুরু হয় অভিযুক্ত নিমাই ও বাপির। তর্কাতর্কির মধ্যেই প্রথমে নিরঞ্জনকে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বুকে গুলি লাগলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। নিরঞ্জনকে বাঁচাতে এসে প্রদীপও গুলিবিদ্ধ হয়। খুব কাছ থেকে তাঁর বুকে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর অভিযুক্তরা প্রদীপকে ঘরের ভেতরে ফেলে রেখে দরজায় তালা মেরে পালায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে নিরঞ্জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসাপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করলে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তালা ভেঙে প্রদীপকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। একই গ্রামেই অভিযুক্তদের বাড়ি বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

কাজের দাবিতে কারখানার গেটে বিক্ষোভে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসলেন কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের যুবকরা। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ঝান্ডা নিয়ে এদিন বাঁশকোপা এলাকার বেসরকারি ইস্পাত কারখানার সামনে বিক্ষোভে বসে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি যুবক। কারখানার গেটের সামনে ব্যানার পোস্টার হাতে নিয়ে গ্রামের যুবকদের বিক্ষোভের জেরে শ্রমিকরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেননি এদিন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করছে।অথচ স্থানীয়দের কাজে নেওয়া হচ্ছে না। কারখানা তৈরির সময় গ্রামের মানুষ জমি দিয়েছিলেন। এখন কারখানার দূষণ তাঁরা ভোগ করছেন। স্থানীয় বেকার যুবকদের বঞ্চিত করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে তাঁরা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বকে জানালে তারাও এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয়দের কাজের দাবি জানালেও, কারখানা কর্তৃপক্ষ শুধু আশ্বাস দিয়েই যাচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই যতক্ষণ না কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের বিষয়ে আশ্বাস দেবে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও তাঁরা জানিয়েছেন, আন্দোলন করলেও কারখানা বন্ধ করেননি।

ছাদবাগানে দেড়শোর বেশি প্রজাতির বোগেনভিলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে বাঁকুড়া শহরের স্কুল ডাঙায় সোমেশ গোস্বামীর ছাদ বাগান। সামান্য পরিসরের এই ছাদ বাগানে রয়েছে দেড়শোর বেশি প্রজাতির বোগেনভিলিয়া। যার মধ্যে বেশ কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করা গাছও রয়েছে। পেশায় কোচডিহি কবি সুকান্ত বিদ্যাপীঠের শিক্ষক, নেশায় গাছপ্রেমী সোমেশ গোস্বামী বলেন, মূলত বাবাকে দেখেই গাছেদের প্রতি ভালোবাসা শুরু। এখন এই ছাদ বাগানে তিনশোর বেশি ফুলের গাছ রয়েছে। তবে বোগেনভেলিয়ার প্রতি ভালোবাসাটা একটু বেশিই। বর্তমান 'ফ্ল্যাট কালচারে'র যুগে অল্প পরিসরে এই ফুলের গাছ যে কেউ করতে পারেন। খুব বেশি পরিচর্যা করতে হয় না। এমনকি এই বোগেনভেলিয়ার প্রতি ভালোবাসা এতোটাই যে তিনি সহ তিন বন্ধু মিলে শুধুমাত্র এই গাছের একটি নার্সারিও খুলে ফেলেছেন বলে তিনি জানান।

MUKUNDAPUR S.K.U.S. LTD
Regd. No-93, Date-20.05.1961
Vill.- Mukundapur, P.O.-Rajbalhat, P.S. & Block-Jangipara, Dist.- Hooghly, West Bengal

নোটিশ

অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৯.০১.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিশদে জানতে সমবায় অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Manager
Mukundapur S.K.U.S Ltd.

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শনিবার, ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:৩০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করা হবে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০১.২০২৫

তারিখ : ২৯.০১.২০২৫

প্রতি
১. রামকৃষ্ণ মন্ডল
এসআইডিআই,বাঁকুড়া, গড়হরিপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৩৪
২. উমা সেনাপতি
আসনবানি, বিনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বিনপুর-২, পশ্চিমবঙ্গ -৭২১৫০২

রেফা:এপি-কম/১১০৪/২০২৪
কলকাতাস্থ হাইকোর্টে
বাণিজ্যিক ডিভিশন মূল অধিক্ষেত্রে
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
...নির্দেশধারী/আবেদনকারী
বনাম
রামকৃষ্ণ মন্ডল এবং অন্যান্য
...নির্দেশ খারিজ/বিবাদি

আমাদের মক্কেল : টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

মহাশয়/মহাশয়া,

মহামান্য বিচারক শম্পা সরকার কর্তৃক ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারি করা আমার প্রতি এক নির্দেশে বিবাদিগণের বসবাসের এলাকায় যথেষ্ট প্রচারিত দুই-এক ইংরেজি এবং এক বাঙলা সংবাদপত্রে বিকল্পভাবে অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ দেন। মহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট সার্ভিস সেন্টার থেকে বিতর্কিত ভেহিকেল ডেলিভারি নেওয়ার প্রতি এক স্থগিতাদেশ জারি করেছে। উপরন্তু, মহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট সার্ভিস সেন্টারের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ভেহিকেল তাদের হেফাজতে অন্তত দুইমাসের জন্য রাখতে বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটবে। সংশ্লিষ্ট মামলা মার্চ মাসের তালিকায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট তথ্য আপনার অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

আপনার বিশ্বস্ত,
অভিশেক গুহ,
অ্যাডভোকেট,কলকাতা হাইকোর্ট
অফিস ঠিকানা : গুহ অ্যান্ড কোন, অ্যাডভোকেটস, ৭সি,কিরণ শঙ্কর রায় রোড, হেস্টিংস চেম্বারস একতলা, রুম নং জিডি/১, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ০৯৮৩০৯৫৬২৫৮/০৮৪২০৪২৪৫০১

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বর্ধমান
২য় তল, আল আমিন ভবন, পারবীরহাটা, জিটি রোড, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৩

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ নিলাম

যেহেতু, **দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি** এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে **১৫.০২.২০২৫** তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী মাম্পি বৈরাগ্য** এর অ্যাকাউন্ট ১) ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১৭০০ অধীনে।

অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে।

স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বর্ধমান
২য় তল, আল আমিন ভবন, পারবীরহাটা, জিটি রোড, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৩

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ নিলাম

যেহেতু, **দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি** এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে **১২.০২.২০২৫** তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী ছায়া রায়** এর অ্যাকাউন্ট ১) ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১৪০০ ২) ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১২৮১ অধীনে।

অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে।

স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৬৪৭ (এন), তারিখ-০৫-০৫-১৯২০
গ্রাম-চকবিহারী, পোস্ট- নতিপোতা, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৬০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তেহট্ট- ২ নং ব্লকের (নদীয়া) অন্তর্গত চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী **ইং ২৩/০২/২০২৫ তারিখে দুপুর ১১ ঘটিকায়** সমিতির অফিস গৃহে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত হবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
স্পেশাল অফিসার (সমবায় পরিদর্শক, তেহট্ট-২নং ব্লক),
চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

এতদ্বারা চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ২৩/০২/২০২৫ তারিখে (রবিবার) নিম্নোক্ত নির্বাচনী নির্ঘন্ট অনুযায়ী চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে মোট নয়জন (০৯) পরিচালক নির্বাচিত হবে। তার মধ্যে এক(১)জন মহিলা ও একজন(১) তপশিলি জাতি/উপজাতি ও একজন(০১) অন্যান্য অনুন্নত শ্রেনীর জন্য সংরক্ষিত। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের (ভোটার) এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

নং	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৬.০২.২০২৫ ও ০৭.০২.২০২৫	বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১১.০২.২০২৫	বেলা ১২ থেকে	সমিতির অফিস
৩	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১১.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির অফিস
৪	মনোনয়নপত্র /প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১২.০২.২০২৫	বেলা ২ টো পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫	চুড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১২.০২.২০২৫	বেলা ২ টোর পর	সমিতির অফিস
৬	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	১৩.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির অফিস
৭	প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ	২৩.০২.২০২৫	বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টে পর্যন্ত	চকবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা	২৩.০২.২০২৫	ভোট শেষ হওয়ার পর	চকবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯	ফল ঘোষণা	২৩.০২.২০২৫	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	চকবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

বি:দ্র: সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী-২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হবে। আরো বিশদে জানতে সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করুন। মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার)
চকবিহারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

MUKUNDAPUR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMATI LTD
Regd:- 93, Date:- 20/05/1961
Vill-Mukundapur, Po-Rajbalhat, Dist-Hooghly

Ref No …………… Date:-13/01/2025

মুকুন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন ২০২৪
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মুকুন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণ কে জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজীর ০১/ ০৩/ ২০২৫ তারিখ, (বাংলা ১৬ ফাল্গুন) সকাল ১১টায়, মুকুন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি/ সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হইয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচী ঃ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ ঃ ১৩/ ০১/ ২০২৫
স্থান ঃ মুকুন্দপুর, হুগলী।

স্বাঃ /-
(ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
সমবায় পরিদর্শক
জাঙ্গিপাড়া ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-২।
২. নির্বাচন সূচী ঃ-

ক্রম.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৯.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা
৫	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৪.০২.২০২৫-০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৬	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৪.০২.২০২৫-০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৭	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৮	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৯	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০ টার পূর্বে
১০	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টার পর
১২	নির্বাচনের তারিখ,স্থান ও সময়	০১.০৩.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয় এবং মুকুন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
১৩	ভোট গণনা	০১.০৩.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর
১৪	ভোটের ফল প্রকাশ	০১.০৩.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গননার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক/সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য ভোটার-এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৮. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৯. কোন সদস্য ভোটার প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ ঃ ১৩/ ০১/ ২০২৫
স্থান ঃ মুকুন্দপুর, হুগলী।

স্বাঃ /-
(প্রবীর পাণ্ডে ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মুকুন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১৪.০২.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অলোক প্রসাদ** ফ্ল্যাট নং ৩ এইচ, ব্লক বি, ৪র্থতল, জি-১৪ তলা ভবনে টুইন টাওয়ার, অবস্থিত ৪৩৬ জি টি রোড (উত্তর), গ্রাম : গোলাবাড়ি, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া : ৭১১ ১০১। **শ্রীমতি সীমা প্রসাদ** ফ্ল্যাট নং ৩ এইচ, ব্লক বি, ৪র্থতল, জি-১৪ তলা ভবনে টুইন টাওয়ার, অবস্থিত ৪৩৬ জি টি রোড (উত্তর), গ্রাম : গোলাবাড়ি, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া **শাখা : পার্ক স্ট্রিট**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ০৩এইচ পরিমাণ এসবিইউ এরিয়া ১৩০০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ২ ব্যালকনি ৪র্থতলে, ব্লক বি, বসবাসের প্রকল্প টুইন টাওয়ার নামে পরিচিত, অবস্থিত পরগনা, জেএল নং ১, আরএস নং ১৯৮৯, তৌজি নং ৮১১, আরএস দাগ নং ৯৮-১১১, ১১৪/২০৬, ১০৭/২০১, এলআর প্লট নং ৯০, ৯১, ৯৩-৯৮, ১০১-১০৬, ১১৪/২০৬, ১০৭/২০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ১, সিট নং ৪৬, মৌজা : গোলা বাড়ি, প্রেমিসেস নং ৪৩৬, জি টি রোড (উ), থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পিন : ৭১১১০১। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৬ জি টি রোড(উত্তর) এবং পিডব্লুডি রোড, **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৪৩২ জি টি রোড (উত্তর) এবং হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), **উত্তরে :** সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৩ জি টি রোড (উত্তর) এবং চলার পথ হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), **দক্ষিণে :** পূর্ব রেলের সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৬৪,৫৮,৪০০.০০ টাকা ঘ) ৬,৪৫,৮৪০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30579073759 ছ) ৬০,৫৬,৯৭৭.০০ টাকা (ষাট লাখ ছাপান্ন হাজার নশো সাতাত্তর টাকা) ২৮.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।
২	**শ্রী মুকেশ সিং** ৩৬৯/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা : ৭০০০৪৭। **শ্রীমতি রোমা সিং** ৩৬৯/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা : ৭০০০৪৭। **শাখা : পার্ক স্ট্রিট**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং আর-৩, অবস্থিত ৪র্থতলে, (জি-৩) তলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৫, এইচ এল সরকার রোড,মৌজা : বাঁশদ্রোণী, পাঁচমাথা মসজিদ এর নিকট,জেএল নং ৪৫, আরএস নং ৩৮১,তৌজি নং ৬৩, দাগ নং১৩২৮ এবং ১৩২৮/১৬৫৬, খতিয়ান নং ২৬৯ এবং ২৭০, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭০, সম্পত্তি মুকেশ সিং এবং রোমা সিং এর নামে। প্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ ;পূর্বে : সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ সামনের ব্লক।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জানা নেই গ) ২২,৪১,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৪,১০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30110293135 ছ) ২০,৮১,৫১৪.০০ টাকা (কুড়ি লাখ একাশি হাজার পাঁচশ চৌদ্দ টাকা) ২৮.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.BAANKNET@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৭.০১.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৫.০১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি** স্বামী প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পুরসভা, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ **শ্রীমতী ডোনা ব্যানার্জি (জামিনদাতা) কল্যাণী আই.ই. শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** (উনিশ লাখ চার হাজার নশো আঠাশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী আই.ই. শাখা** নিকট বকেয়া **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** (উনিশ লাখ চার হাজার নশো আঠাশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট এবং চাতালের যথাযথ ভাগ অংশ ফ্ল্যাট নং ০৩, একতলায়, পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৮০০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত সোনার ভুবন নাম কদম, হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৫/এফ/জি/এইচ(অংশ), ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পুরসভা এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া সোনার ভুবন বিল্ডিং নাম কদম, **সম্পত্তি সুলেখা ব্যানার্জি এবং ডোনা ব্যানার্জির নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) অধীনে পূর্বে ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে ইস্যুকৃত দখল নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হল বিশেষ কারণে

SBI
এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯কে, জি টি রোড
হুগলি - ৭১২২৩২ ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

A/c No. 42164084255

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৪.১১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা - **শ্রী প্রমোদ কুমার সিং, ফ্ল্যাট নং ১৭এ, ফ্লোর - ১৭, টাওয়ার ১, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, ৪৪৯ এ/২ জি টি রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি ৭১২২০২** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৪,৩৩,১৫৪ টাকা (চব্বিশ লাখ তেত্রিশ হাজার একশ চুয়ান্ন টাকা)** পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্রীরামপুর শাখা ২৪,৩৩,১৫৪ টাকা (চব্বিশ লাখ তেত্রিশ হাজার একশ চুয়ান্ন টাকা) ১৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১৭এ, ১৮তম তলে, টাওয়ার ১, উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ৬.৮৫৪১ একর জমি এবং তদস্থিত বহুতল ভবন কমপ্লেক্স **"নিউ কলকাতা প্রয়াগ"** নামে, অবস্থিত মৌজা : মাহেশ, এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩১, জেএল নং ১৫ বর্তমানে পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি টি রোড (মাহেশ) ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ২০ শ্রীরামপুর পুরসভা, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি ৭১২২০২।

সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :
উত্তরে : বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড; **দক্ষিণে :** জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** শিবতলা লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

সম্পত্তি শ্রী প্রমোদ কুমার সিং উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৬০৫০৪৫৭৮- ২০২৩ সালের, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১১৫১৫১ থেকে ১১৫২৪১, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, এডিএসআর, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ২৮.০১.২০২৫
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
রেজি. অফিস ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্প অফিস : ৩২৪এ, ৪র্থ তল, আগরওয়াল প্লাজা, সেক-১৪, রোহিনী, দিল্লি-১১০০৮৫
CIN : L65925WB1983PLC035697, ওয়েবসাইট www.sunitabonds.com
ইমেইল sbhlplc@gmail.com যোগাযোগ নং : +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮

নোটিশ
অতিরিক্ত সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (" দি কোম্পানি") সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা শনিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায় ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২ ("দি মিটিং") ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

সভা আহ্বানকারী নোটিশটি সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং অদ্য তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় এবং ইলেকট্রনিকভাবে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে কাট-অফ তারিখে শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০২৫। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.sunitabonds.com) পাওয়া যাবে।

কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ("ই-ভোটিং") সভায় পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ("দূরবর্তী ই-ভোটিং") ব্যতীত অন্য স্থান থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সুবিধা নিযুক্ত করেছে।

ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত যোগাযোগ, সভা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। ই-ভোটিং-এর জন্য যোগাযোগের আনুষ্ঠানিকতা কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.sunitabonds.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com পাওয়া যাবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বুধবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শুক্রবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী এ-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

একজন ব্যক্তি, যার নাম কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ, শনিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের/উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে, শুধুমাত্র তিনিই মিটিং এ দূরবর্তী ই-ভোটিং/ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে অন্য বিষয়ের সাথে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতিও সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সদস্যরা যদি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন, তবে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ইমেল ঠিকানার নিবন্ধন : যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এর সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সদস্যরা দূরবর্তী এ-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

রেকর্ড তারিখ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে এখানে বিজ্ঞাপিত হল যে কোম্পানি ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখটিকে "রেকর্ড তারিখ" হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
স্বা/-
রোহিত মিত্তাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০২৫২৭০৭২

তারিখ : ২৭.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ত্রিকোণ প্রেমে খুন টোটোচালক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এক টোটোচালক খুন বলে অভিযোগ। কোদাল ও লোহার রড দিয়ে নিশংস ভাবে খুনের অভিযোগ ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও প্রেমিকের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির তুলসিচক এলাকায়। পরে পুলিশ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের নাম গৌতম হালদার। ঘটনার তদন্তে নেমে নিহতের স্ত্রী মল্লিকা হালদার ও

তাঁর প্রেমিক গুরুদাস গায়েনকে গ্রেপ্তার করে কুলপি থানার পুলিশ। ধৃতরা, জেরার সময় নিজেদের দোষ কবুল করে নিয়েছে বলে দাবি পুলিশের। মঙ্গলবার ধৃতদের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তুলসিচকের বাসিন্দা মৃত গৌতম হালদার জামতলা এলাকার বাসিন্দা মল্লিকা হালদারকে বিয়ে করেছিলেন। দম্পতির দুই ছেলে মেয়েও রয়েছে। তবে বিয়ের আগে থেকেই প্রতিবেশী গুরুদাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মল্লিকার। বিয়ের পরেও স্বামীর নজর এড়িয়ে মল্লিকা সেই সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পরে গৌতম বিষয়টি জানতে পারায় তুমুল ঝামেলা শুরু করেন। পরকীয়ার টানে পথের কাঁটা স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করে মল্লিকা ও প্রেমিক গুরুদাস। এরপর একাধিকবার গৌতমকে খুনের চেষ্টা চালান তাঁরা, কিন্তু সফল হননি বলে দাবি। এরপর, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার রাতেও টোটো নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন গৌতম। তাঁর বাড়ির ঠিক আগে, কিছু গাছ রয়েছে, সেখানেই ঘাপটি দিয়ে লুকিয়ে ছিলেন স্ত্রী মল্লিকা ও তাঁর প্রেমিক। ঠিক বাড়ির কাছে আসতেই অতর্কিতে দু'জন মিলে কোদাল ও লোহার রড নিয়ে এলোপাথাড়ি মেরে খুন করেন গৌতমকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ডেপুটেশন দিতে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার অভিযোগ এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে ২৮ শে জানুয়ারী জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান করা হয়। স্কুলস্তর থেকে কলেজ স্তর অবধি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। স্কুলের বার্ষিক ফি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ২৪০ টাকার বেশি নেওয়া যায় না। অথচ পূর্ব বর্ধমান জেলায় অধিকাংশ স্কুলেই ২৪০ টাকার অধিক ফি নেওয়া হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সঠিক রশিদ ছাড়াই এই অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে। কম্পোজিট গ্র্যান্টের বরাদ্দ অর্থ এক বছরের বেশ সময় ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। স্কুলে সঠিক পরিকাঠামো, ছাত্র অনুপাতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলো উঠে যেতে বসেছে। সাব ডিভিশনের জেনারেল ডিগ্রি কলেজ গুলোয় মেয়াদউত্তীর্ণ ছাত্র সংসদ অবৈধ ভাবে কলেজের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করছে, তাদের পরিচালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। স্কুল বা কলেজ ক্যাম্পাস

কোথাও জিএস ক্যাশ সেল নেই। কার্যকরী স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন নেই। এগুলো সহ আরও নানান সমস্যায় ছাত্রছাত্রীরা ভুক্তভুগী। ডিআই অফিসে স্কুলের ওপরে উল্লেখিত সমস্যা ও কলেজের সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানালেও আখেরে কোনও সমাধান হয়নি। তাই এবার পূর্ব বর্ধমান সর্বোচ্চ আধিকারিক জেলাশাসকের কাছে এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

মূলত ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন, স্কুলের বর্ধিত ফি ফেরত, বকেয়া কম্পোজিট গ্র্যান্ট প্রদান এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিটি ক্যাম্পাসে জিএস ক্যাশ গঠনের দাবি নিয়ে এই অভিযান করা হয় এবং জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থার রাসায়নিক মিশ্রিত জলে জোড়া মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফরিদপুর বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থার রাসায়নিক মিশ্রিত জলে পড়ে জোড়া মৃত্যু, উত্তেজনা এলাকায়। আশঙ্কাজনক আরও দুই। নিরাপত্তার গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকাবাসী। মৃত দুই যুবকের নাম আকাশ বাদ্যকর (২৫) কাঁকসার জামবনের বাসিন্দা ও বছর ২৬ র অনুপ সরকার মালদার বাসিন্দা। আশঙ্কাজনক আরও দুই যুবককে প্রথমে দুর্গাপুরের শোভাপুর সংলগ্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পড়ে বিধান নগরের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই সর্বভারতীয় বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের পারুলিয়ার ২৪২ নম্বর পিটে কাজে যোগ দেয় ওই যুবকরা। আচমকা গ্যাস উত্তোলকের পর বর্জ্য মিশ্রিত জমা জলে পড়ে যায় পাঁচ ঠিকা শ্রমিক। সহকর্মীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে। তারপরেই তাদের স্থানীয়দের সহযোগিতায় শোভাপুর সংলগ্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে আকাশ বাদ্যকর ও অনুপ সরকারকে বিধান নগরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। আরও দুই যুবক বর্তমানে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক বলেন, 'আমরা ইন্সপেকশনে এসেছি, যে দু'জন ছেলে মারা গিয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যে কম্পেন্সেশন দেয়া হয় এখানেও আমরা দাবি করছি ,যাতে ওই দুই পরিবারেকে কম্পেনসেশন দেওয়া হোক। কোথাও যদি সেফটির ঘাটতি থাকে সেটাও পুনর্বিচার করা হবে, আমরা জেলা সভাপতির অপেক্ষায় রয়েছি।'

পদ্মশ্রী ঘোষণার পর বাড়ি ফিরতেই শোভাযাত্রায় বরণ ঢাকি গোকুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মছলন্দপুর: পদ্মশ্রী সম্মান ঘোষণার পর বাড়ি ফিরতেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বরণ করা হয় ঢাকশিল্পী গোকুলচন্দ্র দাসকে। চার বছর বয়সে ঢাক বাজানোর তালিম নিয়েছিলেন বাবার হাত ধরেই। এরপর বিগত

পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ঢাক বাজিয়ে ভারতের অন্যতম সম্মান পদ্মশ্রী পেলেন মছলন্দপুরের বিধানপল্লি এলাকা বাসিন্দা শিল্পী গোকুলচন্দ্র দাস।

গত শনিবার সন্ধ্যায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁকে এই সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। দেশ ছাড়িয়ে আমেরিকা, লন্ডন, নরওয়ে, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া সহ বাংলাদেশে গোকুলের ঢাক বাজানোর খ্যাতি রয়েছে। তিনি নিজের হাতেই গড়েছেন ৯০ জন মহিলা এবং ২০০ জন পুরুষের ঢাকির দল। গোকুলের দুই ছেলে নেপাল এবং গোপালও ঢাক বাজান। ঢাকি সম্রাট বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে বাড়ি ফেরার পরেই উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল গোটা মছলন্দপুর এলাকার মানুষ। দেশ বিদেশেও রয়েছে তাঁর নামডাক।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুরের গর্ব ঢাকি সম্রাট গোকুল চন্দ্র দাস। চলতি বছরের চলতি মাসের ২৫ তারিখ ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে পান মছলন্দপুরের ঢাকি সম্রাট। ঘোষণার সময় থেকেই তিনি ছিলেন দিল্লিতে। গোকুলবাবু জানান, 'ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন পূরণ হল। এত বড় সম্মান পাব কখ নও ভাবিনি। ধন্যবাদ জানাই ভারত সরকারকে পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত ঢাকি সহ এলাকার মানুষদেরকে। আমি আজ তাদের জন্যই এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোনও দিনই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আজকের এত বড় এই সম্মান পাওয়া।'

বকেয়ার দাবিতে ঠিকাদারদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বহু আবেদন নিবেদন করার পরেও বিগত তিন বছরের পাওনা প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা না পেয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়েছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রাক্টার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। মার্চ মাসের মধ্যে প্রাপ্য বকেয়া টাকা সরকার না মেটালে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বেশকিছু দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়ে তাঁরা দাবি তোলেন, বিগত তিন বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহকারী ঠিকাদারদের বকেয়া টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও জমা বিলগুলি পুরাতন সিডিউল বদলে নতুন সিডিউলে আমার দাবি তোলা হয়। এই দাবিতে তারা প্রায় তিন ঘণ্টা জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে জেলাশাসককে একটি স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভ অবস্থান ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ সামন্ত,সহ সভাপতি সৈয়দ এমডি আহমেদ,যুগ্ম সম্পাদক খালিলুর রহমান ও দূর্জয় ব্রহ্ম। তাঁরা জানান, সামনের মার্চ মাসের মধ্যে তাঁদের দাবি মেনে না নেওয়া হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন।

শুধু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নয়, অ্যাসোসিয়েশনের

সদস্যরা জেলায় জেলায় একই সঙ্গে এই কর্মসূচি নিয়েছিলেন। এর আগে এই দাবিতে সমস্ত ব্লকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রদীপ সামন্ত বলেন, 'প্রায় তিন বছর হয়ে গেল অথচ আমরা প্রাপ্য টাকা পেলাম না। সরকার এই টাকা আটকে রেখেছে। বহু আবেদন নিবেদন করার পরেও সরকার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না।' যুগ্ম সম্পাদক দুর্জয় ব্রহ্ম বলেন, 'আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে প্রায় এক হাজার ঠিকাদার রয়েছে। সবাই এর আগে আমরা ব্লক ব্লকে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা পাইনি। তাই নতুন করে কোনও কাজ করছি না। সরকার এভাবে টাকা আজটে রাখলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ থাকবে না।'

আরজি কর কাণ্ড বিরলতম, সিবিআই প্রমাণে ব্যর্থ : উদয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজি কর কাণ্ডে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা সিবিআই প্রমাণ করতে পারেনি। ফলে দোষীর ফাঁসি হয়নি। যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ প্রথম থেকেই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছিল। কিন্তু নির্যাতিতা পরিবার ভরসা রাখতে পারেনি। সিবিআই হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দোষীর ফাঁসি হল না। রাজ্য সরকার পুনরায় দোষীর ফাঁসিতে উচ্চ আদালতে মামলা করেছে। মঙ্গলবার মালদা কলেজের অ্যাকাডেমিক শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বলেছেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিনের মালদা কলেজের অ্যাকাডেমিক এফ ব্লকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উদয়ন গুহের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ মালদা কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।

মালদা কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১১টি শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিক এফ ব্লকের উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে অতিরিক্ত যেসব পড়ুয়ারা রয়েছেন তাঁদের ক্লাস করা হবে। বর্তমানে মালদা কলেজের ছয় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এতদিন স্নাতকস্তরের ছয়টি সেমিস্টারের জন্য তিন বছরের কোর্স চালু ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্নাতকস্তরের জন্য আটটি সেমিস্টারের চার বছরের কোর্স চালু হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। মালদা কলেজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শ্রেণি কক্ষ কম থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবারে মালদা কলেজের অ্যাকাডেমির এফ ব্লক উদ্বোধন করা হল।

মালদা কলেজের অধ্যাপক তথা মালদা শিক্ষক সংসদের সম্পাদক পীযূষ সাহা জানিয়েছেন , বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সাধারণ ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত ৩০০ থেকে ৩৫০ পড়ুয়া রয়েছে। ফলে একটি শ্রেণিকক্ষে একসঙ্গে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেইসব দিক বিচার করেই মালদা কলেজে নতুন অ্যাকাডেমিক এফ ব্লক চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে না।

মোজাদ্দিদে ক্যাটারার রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রক্তদান জীবনদান এই স্লোগানকে পাথেয় করে প্রজাতন্ত্র দিবসে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচলার বন হরিশপুর হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মোজাদ্দেদিয়া

ক্যাটারার তরফে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মধ্যক্ষ আব্দুল মোমিন ও গুলজার খান প্রমুখ। কমিটির সভাপতি শেখ নুরে গুলজার, সম্পাদক শেখ হাবিবুর রহমান, আবিদ মিদ্দে, সাহিল মল্লিক, নুর ইসলাম ও শেখ মঞ্জুর ইলাহিদের ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এদিন শিবিরে মোট ৭০ জন রক্তদান করেছিলেন।

মঙ্গলবার হাওড়ার বাগনান এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন আইসিডিএস সেন্টার ঘুরে মিড ডে মিলের গুণগত মান পরীক্ষা করলেন বাগনান এক নম্বর ব্লকের বিডিও মানস গিরি। সঙ্গে ছিলেন বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র দিবসের পরের দিনই এই দুই আধিকারিকের এই ভূমিকায় খুশি অভিভাবকরা।

৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে সকলের জন্য বিমা স্লোগানকে সামনে রেখে পথে নামল টাটা এআইএ জীবন বিমা সংস্থার সিউড়ি ব্রাঞ্চ। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে ছিয়াত্তরটি বিমা করানোর লক্ষ্য নিয়ে ৭৬ জন মানুষের কাছে স্লোগানকে সামনে রেখে পৌঁছান ব্রাঞ্চের সদস্যরা।

কমিউনিটি হলের শুভ উদ্বোধন উদয়ন গুহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বহু প্রতীক্ষিত এই কমিউনিটি হলের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গ্রহ ছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রেখা রায় সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্লকে একটি কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন। সেইমতো প্রায় ৪ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হলটি নির্মিত হয়েছে। এদিন মন্ত্রী উদয়ন গুহের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে সেই কমিউনিটি হলটির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ বিষয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'এখানে একটি কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু কাজ চলছে। সেগুলো খতিয়ে দেখে রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেব।' এ বিষয়ে বিধায়ক রেখা রায় জানান, 'কুশমন্ডি এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। অবশেষে সেটা বাস্তবায়িত হল।'

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রয়াত বীরেন্দ্র কুমার ঘোষের স্মরণে মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের উদ্যোগে ও বাঘাযতীন ক্লাবের সহযোগিতায় প্রয়াত বিকে ঘোষ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলো স্থানীয় ক্লাব প্রাঙ্গণে।

এই অনুষ্ঠানে ২০০ জন মানুষকে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় ও ১৫০ জন দরিদ্র মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বপন ঘোষ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

পুরসভার সিআইসি তথা এদিন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ দেশের জন্য ও বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ এই দিনে প্রয়াত হন তিনি অনেক কাজ করেছিলেন তাই তাঁর স্মরণে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করি। এখানে অনেক গরিব মানুষের বাস সারা বছর আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকি এবং নানান কাজকর্ম করি এটা ১৬তম বর্ষ কিন্তু আমরা আগামী দিনেও করে যাব। ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের অবদান সাধারণ মানুষকে বিনা পয়সায় ঔষধপত্র দেওয়া হয় চক্ষু পরীক্ষা করা হয় চশমা দেওয়া হয়।'

ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ বলেন, 'এই দিনে আমরা প্রয়াত বিকে ঘোষের স্মরণে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির ও গরিব মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় সারা বছর নানা রকম পরিষেবা আমরা দিয়ে থাকি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিনা পয়সায় ওষুধপত্র খাদ্যদ্রব্য রক্তদান শিবির সহ নানা পরিষেবা দেওয়া হয় বিশিষ্ট চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেন ১৬ বছর ধরে চলছে, আগামী দিনেও করে যাব।'

আরামবাগকে যানজট মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরকে যানজটমুক্ত করতে এবং দুর্ঘটনা কমাতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের। পুলিশ প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় এলাকার মানুষ। মঙ্গলবার এই শহরকে যানজট মুক্ত করতে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও এসডিও রবি কুমার মিনা পার্কিং জোন ঘুরে দেখার পাশাপাশি লিঙ্ক রোডের অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করে।

আরামবাগ শহরের মধ্যে যততত ভাবে গাড়ি পার্কিং করলেই পুলিশ আইনত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বেআইনি ভাবে গাড়ি পার্কিং করে বেশির ভাগ মানুষ কেনাকাটা করতে চলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। আর সেই জন্যই একদিকে যেমন আরামবাগ

লিঙ্ক রোডের মধ্যে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় বলি হচ্ছেন মানুষ। এই জন্য বার বার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি আইনত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এবং হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি যাতে দ্রুত যেতে পারে সেই জন্যএই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, আরামবাগের হাসপাতাল রোড থেকে শুরু করে গোটা আরামবাগ শহরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নজরদারিতে শহরকে যানজট মুক্ত করতে কাজ করে পুলিশ। এদিন আরামবাগে যেখানে বেআইনি ভাবে গাড়ি পার্কিং করা থাকে সেখানেই কড়া ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। এই বিষয়ে স্থানীয় এক যুবক রমেন দাস জানান, পুলিশের এই উদ্যোগটা খুব ভালো করেছে। এতে করে আশা করা যায় যানজট অনেকটাই কমবে।

এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, বেআইনি ভাবে শহরে পার্কিং করা হলেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরামবাগে দুর্ঘটনা কমাতে এবং যানজট মুক্ত করতে পুলিশ আইমত যা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাতেই খুশি স্থানীয় ব্যবসাদার থেকে স্থানীয় মানুষ।

গোঘাটের চাতরা হাইস্কুলে পিঠা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পিঠা উৎসবে উচ্ছ্বিসত স্কুল পড়ুয়ারা। মাঘের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আসে পাঠদান শিখতে। কিন্তু মঙ্গলবার ২৮ শে জানুয়ারির চিত্রটা ছিল ভিন্ন। শিক্ষার্থীদের কাঁধে স্কুলব্যাগের পাশাপাশি সবাই একটা আলাদা উৎসাহ নিয়ে বিদ্যালয়ে এসেছে পিঠা উৎসব করতে। এমন চিত্র দেখ া গেল আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের চাতরা হাইস্কুলে।

পৌষের বিদায় আর মাঘের শুরুতে আবহমান বাংলার চিরায়ত

সংস্কৃতি পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবারে। তবে এদিন স্কুলে মিড ডে মিলের চিরাচরিত খাওয়া দাওয়ার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা আলাদা স্বাদ দিতে পিঠে উৎসব হয়। এই পিঠে উৎসবে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারাও সামিল হন।নকশি পিঠা, রস পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা, নারকেল পিঠা সহ নানা বাহারের পিঠা নিয়ে হয় এই উৎসব। এই বিদ্যালযের মাঠে পিঠাপুলির উৎসবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মচারীদের নিয়ে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। উৎসব সফল করতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেব্রত মুখার্জি সহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকারা।

এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, মিড ডে মিলে প্রায় একই খ াবার খাচ্ছে। এই জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন রকমের স্বাদ দিতেই এই পিঠা উৎসব। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা করতেও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে ওই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা জানায়, এই উৎসবে অংশ নিয়ে ভালো লাগছে। নানা রকমের পিঠে খাওয়া হয়েছে। স্কুলের এই উৎসবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নতুন পিঠার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে চমৎকার আয়োজন দেখে ভালো লাগে অভিভাবকদেরও।

ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে নাম বাঁকুড়ার সৌম্যজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অবশেষে স্বপ্ন পূরণ! মাত্র ১ মিনিট ৭ সেকেন্ডে দেশের ২৮টি রাজ্যের রাজ্যপালের নাম বলে বছরের শুরুতেই ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে নিজের নাম তুলে ফেলল বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন রাজগ্রাম তাঁতি পাড়ার সৌম্যজিৎ দত্ত। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের তরফে পাঠানো স্বীকৃতিপত্র, মেডেল সহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী সৌম্যজিতের বাড়িতে এসে পৌঁছেছে।

রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়ের ছাত্র, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সৌম্যজিতের বাবা সঞ্জয় দত্ত তাঁতের কাজ করে সংসার চালান। মা পদ্মা দত্ত গৃহবধূ। তাঁরা বলেন, 'ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি বাইরের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেশি। প্রথম দিকে বিষয়টি আমরা বুঝতে না পেরে বকাঝকাও করেছি, কিন্তু সে নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিল।' ছেলের এই সাফল্যে বাবা, মা হিসেবে তাঁরা যথেষ্ট খুশি বলেই জানিয়েছেন। খুশি সৌম্যজিতের দাদা শুভজিৎ দত্তও। তিনি বলেন, বিগত ১০ বছরের অধ্যাবসায়ের সাফল্য ভাই পেয়েছে। এখন শুধু তারা বা তাদের পরিবার নয়, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকেই ভাইকে নিয়ে যথেষ্ট গর্বিত বলে তিনি জানান। রেকর্ডধারী সৌম্যজিৎ দত্তের কথায়, আবেদনের পদ্ধতি না জানায় একটু সময় লেগেছে। পড়াশুনার ফাঁকে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতাম। অবশেষে সাফল্য এসেছে, বেশ ভালো লাগছে। তবে আগামী দিনে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেই এগোতে চায় বলেই সে জানিয়েছে।

পরিকল্পনাহীন ব্যাটিংয়ের খেসারত দিয়ে ২৬ রানে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে রাজকোটে খেলতে নেমেছিলেন সূর্যকুমার যাদবেরা। জিতলেই হাতের মুঠোয় চলে আসত সিরিজ। কিন্তু ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতা লড়াইয়ে ফিরিয়ে দিল জস বাটলারদের। ইংল্যান্ডের ৯ উইকেটে ১৭১ রানের জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হল ৯ উইকেটে ১৪৫ রানে। ২৬ রানে হারল ভারত। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকল ভারত।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মহম্মদ শামির প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে নায়ক বরুণ চক্রবর্তী। বাংলার জোরে বোলারকে সুখস্মৃতি উপহার দেওয়ার জন্য নিজেকে উজার করে দিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিনার। তাতেই ১ উইকেটে ৮৩ রান তুলে ফেলা জস বাটলারের দল ৮ উইকেটে ১২৭। ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিলেন বরুণ। তাঁর স্পিনের সামনে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করলেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটারেরা। বাটলার (২৪), জেমি স্মিথ (৬), জেমি ওভারটন (শূন্য), ব্রাইডন কার্স (৩) এবং জোফ্রা আর্চারকে (শূন্য) পর পর আউট করে ম্যাচের প্রথমার্ধেই ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন বরুণ। ইংল্যান্ডের ইনিংসের ১৪তম ওভারের তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে দুই জেমিকে আউট করে হ্যাটট্রিকের সুযোগও পেয়েছিলেন। নজির গড়তে না পারলেও রাজকোটের ২২ গজে ইংরেজদের স্পিন বলের খেলার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকট করে দিলেন কেকেআরের স্পিনার। তবু ইংল্যান্ড লড়াই করার মতো রান করল বেন ডাকেট এবং লিয়াম লিভিংস্টোনের চেষ্টায়। ওপেন করতে নেমে ডাকেট করলেন ২৮ বলে ৫১। আর চাপের মুখে লিভিংস্টোনের ব্যাট থেকে এল ২৪ বলে ৪৩ রানের ইনিংস। পর পর উইকেট পড়ার মাঝে লিভিংস্টোনই দলের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত আদিল রশিদ (১০) এবং মার্ক উড (১০) অপরাজিত থাকেন।

ইংল্যান্ডকে প্রথম ধাক্কাটা দেন হার্দিক পাণ্ড্য। ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারেই ফিল সল্টকে (৫) আউট করেন। পরে লিভিংস্টোনকে আউট করে স্বস্তি ফেরান ভারতীয় শিবিরে। বোলার হার্দিককে এ দিন বেশ বিপজ্জনক দেখাল। স্পিন সহায়ক উইকেটেও প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের শরীর লক্ষ্য করে একাধিক বাউন্সার দিলেন। ভাল বল করলেন অক্ষর পটেলও। ১৯ রানে ১ উইকেট তাঁর। ৩ ওভারে ২৫ রান দিয়ে উইকেট না পেলেও ৪৩৭ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা শামিও বল হাতে বেমানান ছিলেন না।

২০২৩ সালের পর অবশেষে দলে শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চম স্টাম্পের লাইনে গুড লেংথে পড়া বলটা আউট সুইং হয়ে চলে গেল সঞ্জু স্যামসনের কাছে। গতি ১৩২ কিলোমিটারের কাছাকাছি থাকায় বল সঞ্জুর কাছে যাওয়ার আগেই মাটিতে পড়ে যায়। ফিল সল্ট বলের লাইনে ব্যাট নিয়ে গিয়েও সরিয়ে নিলেন। ৪৩৭ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা মহম্মদ শামির প্রথম বল। তাঁর ফিটনেস নিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্রিকেটপ্রেমীর উদ্বেগের অবসানও।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা বাংলার বোলারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন চেনা ছন্দে। বলের সিম আগের মতোই সোজা থাকছে। সুইংও হচ্ছে আগের মতো। সঠিক লেংথে পড়ে ছুটে যাচ্ছে ব্যাটারের দিকে। বলের গতি বাড়তে বাড়তে দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে ১৩৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছল। তার আগে ওভারের প্রথম বলটাই জস বাটলারের ব্যাটের প্রায় কোণ ছুঁয়ে চলে গিয়েছিল সঞ্জুর কাছে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কি আউট ছিলেন? সঞ্জু বল ধরেও মাটিতে ফেলে দেন। ভারতের উইকেটরক্ষক নিজের কাজটা ঠিক মতো করতে পারলেও শামি হয়তো উইকেট পেতেন না। সূর্যকুমার যাদব উৎসাহে এগিয়ে এসেছিলেন ডিআরএস নেবেন বলে। তিনি লক্ষ্য করেননি সঞ্জু বল মাটিতে দিয়েছেন। শামিও বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। কারণ বলের লাইন ব্যাটে লেগে পরিবর্তন করেনি। বলটা একটু দেরিতে সুইং করেছিল। উইকেট না এলেও শামির মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির ছাপ।

২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি শামি। মাঝের ১৪ মাসে গোড়ালির চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। সুস্থ হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছিলেন গত নভেম্বরে। বাংলার হয়ে খেলতে নেমে আর এক বিপত্তি হয়। বাঁ পায়ের হাঁটু ফুলে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বদলে আবার বেঙ্গালুরুর বিমান ধরতে হয় শামিকে। খেলা হয়নি বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি। তৈরি হয় শামির দেশের জার্সিতে মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন জল্পনা। শামি কিন্তু দ্বিধায় ছিলেন না। বরং বোর্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে ফিটনেস ট্রেনিং করে গিয়েছেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচদের কথা মতো অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছেন। শুধুই কি তাই? না। ওজন কমাতে শেষ দু'মাস প্রিয় বিরিয়ানি মুখে তোলেননি। বদলে ফেলেছেন খাদ্যাভাস। একসঙ্গে মিটিয়েছেন প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজের খিদে। তা-ও শুধু ফল দিয়ে। নৈশভোজ সেরেছেন দুটো রুটি দিয়ে। সঙ্গে পরিমিত সব্জি এবং মুরগির মাংস। তা-ও সিদ্ধ।

সংযম। অথচ শামি কোনও দিন 'ফিটনেস ফ্রিক' হিসাবে পরিচিত নন। মনের আনন্দে বল করেন। মনের আনন্দে খাসির মাংস, কবাবও খান। ক্যালোরি মেপে চলা তাঁর অভিধানে ছিল না কখনও। তাঁর খাদ্যতালিকায় বিধিনিষেধের প্রবেশ নিষেধ। সেই শামিই দিনের পর দিন ফল, দই খেয়ে খিদে মিটিয়েছেন। বিরিয়ানির দিকে ফিরেও তাকাননি। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন চিকিৎসক, ট্রেনারদের নির্দেশ। এই সবই করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার জন্য। শামিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ওজন কমিয়েছেন বেশ খানিকটা। কয়েক দিন আগে অর্শদীপ সিংহ বলেছিলেন, নেটে শামিকে দেখে ২২ বছরের যুবক লাগছে। খুব ভুল বলেননি সর্দার। নতুন শামি বেশ ছিপছিপে। বোলার শামির ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে কখনও প্রশ্ন বা সংশয় ছিল না। উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল তাঁর ফিটনেস নিয়ে। মঙ্গলবার শামির তার উত্তরও দিয়েদিলেন। সূর্যকুমার এ দিন শামিকে মোট তিন ওভার বল দেন। উইকেট পাননি। দিয়েছেন ২৫ রান। রাজকোটের ২২ গজ, মাঠ এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নিরিখে খারাপ বলা যায় না। ১৪ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে নামা শামিকে হয়ত খুব বিপজ্জনক দেখায়নি। তবে তাঁর বলের শৃঙ্খলা আগের মতোই রয়েছে। ১৮টি বলের ১৫টিই গুড লেংথে রেখেছেন। গতির হেরফের করেছেন অনায়াসে। একটা ২০ ওভারের ক্রিকেটে ৩ ওভার দেখে বিচার করা যায় না। উচিতও নয়। বল তাঁর কথা শুনছে আগের মতো। গতিও খারাপ নয়। বিপজ্জনক না হলেও প্রত্যাবর্তনের ছিপছিপে শামি সংযম এবং সাধনার ফসল।

কেউ ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে, কেউ বাথরুমের পাশে বসে! ৩৬ ঘণ্টা জার্নি করে জাতীয় গেমসে খেলতে বাংলার খো খো দল, দায় এড়াচ্ছে বিওএ

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বপ্নের লড়াই লড়তে গিয়ে দুঃস্বপ্নের সফর! একদিকে বাংলার অ্যাথলিটদের পদক জিতলে চাকরির প্রতিশ্রুতি, চাঁদের অন্যপিঠে তখন ঘোর অন্ধকার। কেউ ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে, কেউ বাথরুমের সামনে বসে, এভাবেই দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টার দুঃস্বপ্নের জার্নি করে উত্তরাখণ্ড পৌঁছল বাংলা খো খো দল। হবে নাই বা কেন! ট্রেনে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৬টি আসন, এদিকে ৩৬ জন খেলোয়াড়। তারজন্যই এভাবেই দুর্বিষহ ট্রেন যাত্রা করতে হল বাংলারই খেলোয়াড়রা। শনিবার হাওড়া থেকে রাত ১০টার সময় ট্রেনে চাপে তারা। কোনও মতে মাটিতে শুয়ে, শৌচাগারের পাশে বসে সোমবার সকালে কাঠগোদামে গিয়ে ভোগান্তির যাত্রা শেষ হয় তাদের। প্রশ্ন উঠছে, এমনভাবে দীর্ঘ যাত্রা করার পরে কি আদৌ খেলায় মন দিতে পারবেন খেলোয়াড়রা? কার গাফিলতিতে এই পরিণতি? কেন এই অব্যবস্থা? আসন সংরক্ষণ করা গেল না কেন? এই দায় নিতে চাননি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি বিস্মিত এমন ঘটনায়। পরিষ্কার বলেন, মহাকুম্ভের জন্য এবার চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু যারা যারা রিজার্ভেশন কনফার্ম করতে পারেননি ট্রেনের, তাদের জন্য সচিব চিঠি লিখে দেন। তাতে সমস্যার সমাধান হয়। এরপরই ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও খাড়া করেন চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, 'জাতীয় গেমসে অংশ নেওয়া বাংলা দল যে গিয়েছে সেখানে ছিল খো খো দল, মহিলা ফুটবল দল ও বাংলার সাঁতারুরা। বাকিদের কারোর কোনও অসুবিধে হল না। দু'চারজনের ছবি হঠাৎ করে অসুবিধে হয়ে গেল! সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ভাইরাল হয়ে গেল! অথচ কেউ কিছুই আমাদের জানাল না'! তিনি এও বলেন, ম্যানেজার্স মিটিংয়েই সবায়ের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যাপারটা জানেন না বলে দায় এড়িয়ে গেলেও, বিওএ সচিব জহর দাস অবশ্য জানান ঘটনার সত্যতা। তিনি জানান, মহাকুম্ভ মেলার জন্য অত্যধিক চাপ রয়েছে উত্তরাখণ্ড যাওয়ার ট্রেনের। তবে আমাদের চিঠি রেলে জমা দেওয়ার পর বেশিরভাগ জনেরই আরএসি'র ব্যবস্থা করা হয়। যাতে এক সিটে দু'জন যেতে পারে। এরপরও আর্চারি ও জিমন্যাস্টিকের দল যাবে, তারাও আরএসি টিকিট পাচ্ছে। ফলে, এক সিটেই দু'জন করে যেতে হবে।' তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দল পাঠানোর ক্ষেত্রে কেন টিকিটের বন্দোবস্ত করা গেল না অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। যেখানে রাজ্যের স্বার্থ জড়িয়ে সেখানে কী একটু সদিচ্ছা দেখানো যেত না। এরপরে যদি এই ক্রীড়াবিদরা প্রতিযোগিতায় খারাপ ফল করে তাহলে এর দায় নেবে অ্যাসোসিয়েশন? মঙ্গলবার থেকে উত্তরাখণ্ডে শুরু হয়েছে জাতীয় গেমস। রাজ্য সরকার পুরো টিমকে (৩৯৫ জন) জার্সি ও ক্রীড়া সরঞ্জাম দিয়েছে। এছাড়া বাংলা দলকে উত্তরাখণ্ডে পাঠানোর জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা খরচও করছে সরকার।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পাঁচবছর পরে কঙ্গো ভাইরাসের হানা, গুজরাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির

আমদাবাদ, ২৮ জানুয়ারি: গুলেন বারি সিনড্রোম বা জিবিএস নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে দেশজুড়ে। এর মধ্যেই গুজরাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল কঙ্গো ফিভারে। গত ৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম এই অসুখে এদেশে কারও প্রাণ গেল। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে।

অসুখটির নাম ক্রিমিন-কঙ্গো হেমোরাজিক ফিভার তথা সিসিএইচএফ। যদিও সকলে একে কঙ্গো ফিভার নামেই চেনে। গুজরাতের মোহনভাই নামের এক ৫১ বছরের ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছিলেন এই অসুখে। পেশায় তিনি গবাদি পশু পালনকারী। ২১ জানুয়ারি তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। গতকাল, সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ওই ব্যক্তি। তাঁর রক্তের নমুনা পুণেতে পাঠানো হলে দেখা যায়, শরীরে লুকিয়ে রয়েছে কঙ্গো ফিভার ছড়ানো ভাইরাস।

গুজরাতের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ওই অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের কাছে প্রশাসনের তরফে আর্জি জানানো হয়েছে, যেন সকলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। জ্বর, পেশির ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা ও ঝিমুনির মতো উপসর্গ ছাড়াও ঘুম না আসা, অবসাদ ও পেটব্যথাও হতে থাকে সংক্রমিত হওয়ার দুই থেকে চারদিনের মধ্যে। এছাড়া মুখে, গলায় ও দেহের অন্যত্র র‍্যাশ বেরনোর মতো উপসর্গও দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু আগেই জানিয়েছে, এই অসুখে মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ। এখনও এর কোনও টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। সাধারণত গৃহপালিত প্রাণীর থেকে ছড়ালেও মানুষ থেকে মানুষেও এই ভাইরাস সংক্রমতি হতে পারে।

আজ শততম উৎক্ষেপণের পথে ইসরো

শ্রীহরিকোটা, ২৮ জানুয়ারি: নতুন বছরের গোড়াতেই ইতিহাস সৃষ্টির পথে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। আজ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে শততম উৎক্ষেপণের নজির গড়তে চলেছে তারা। তার আগে মঙ্গলবার চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন-সহ সংস্থার শীর্ষকর্তারা পুজো দিতে যান অন্ধ্রের তিরুপতির বিশ্বখ্যাত তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে।

ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার দেশীয় ক্রায়োজেনিক্স প্রযুক্তিতে তৈরি ত্রিস্তরীয় রকেট জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (জিএসএলভি)-এফ-১৫ কক্ষপথে স্থাপন করবে এনভিএস-০২-কে। সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে হবে উৎক্ষেপণ। এর আগে ২০২৩ সালের ২৯ মে (জিএসএলভি)-এফ-১৫ উৎক্ষেপণ করেছিল ইসরো।

গত ১৪ জানুয়ারি ইসরোর চেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন এস সোমনাথ।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসতেই আমেরিকা সফরে নেতানিয়াহু

ওয়াশিংটন, ২৮ জানুয়ারি: আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় যেতে পারেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই সফরের সমস্ত পরিকল্পনা করছে তাঁর দপ্তর। ওয়াশিংটনে তিনি বৈঠক করবেন নবনিযুক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে, এই সাক্ষাতের পর ফের ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নতুন কোনও চুক্তি করতে পারে আমেরিকা। নাকি যুদ্ধবিরতির মাঝেই নতুন করে গাজায় লড়াই শুরু করতে পারে তেল আভিভ।

সূত্রে খবর, আগামী সোমবার আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেবেন নেতানিয়াহু। সোমবার তিনি পা রাখবেন ওয়াশিংটনে। ফিরে আসবেন বৃহস্পতিবার। কিন্তু এই সফর নির্ভর করছে নেতানিয়াহুর স্বাস্থ্যের উপর। কারণ সদ্যই তিনি প্রস্টেট সার্জারি থেকে সেরে উঠেছেন। যদি এই সফর হয় তাহলে নেতানিয়াহুই হবেন প্রথম রাষ্ট্রনেতা যার সঙ্গে ক্ষমতায় ফেরার পর প্রথমবার সাক্ষাৎ করবেন ট্রাম্প।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ইজরায়েল। এই লড়াইয়ে প্রথম থেকেই তেল আভিভের পাশে রয়েছে আমেরিকা। কিন্তু গাজার মৃত্যুমিছিল নিয়েও সরব হয় হোয়াইট হাউস। এরপর রাফায় ইজরায়েলি ফৌজের অভিযান নিয়ে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয় নেতানিয়াহুর। ইহুদি দেশটিকে অস্ত্রের সরবরাহ স্থগিত করে দেয় মার্কিন প্রশাসন। এছাড়া গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য মধ্যস্থতাও করতে দেখা গিয়েছে ওয়াশিংটনকে। এখন আমেরিকায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছেন ট্রাম্প। নির্বাচনে জেতার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। পাশাপাশি দুদেশের মজবুত বন্ধুত্ব ও দৃঢ় সহযোগিতার আহ্বানও জানান তিনি।

ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরেই 'হাতিয়ার' দিয়ে ইজরায়েলকে সাহায্য করেছেন ট্রাম্প। যা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দুদিন আগেই নেতানিয়াহু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কথা রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ মার্কিন। তিনি ইজরায়েলের প্রতিরক্ষার জন্য হাতিয়ার দিয়েছেন। শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

Date Corrigendum-1

NIQ No. SFDC/MD/NIQ-01 (e) /2024-25

Tender Id:- 2025_SFDCL_801535_1

Schedule of Dates:-

Bid Submission End Date - **05/02/2025 upto 4.00 p.m.**

Date of opening Technical Bid - **07/02/2025 at 4.00 p.m.**

Note:- Details of information are available in the website **https://wbtenders.gov.in.**

Debipur Gram Panchayat

Basudevpur, Pairachali, South 24 PGS, 743503

e-Mail: debipur006@gmail.com

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat under Falta Development Block for 4 Nos. various works, which **NIT Bearing memo no. 09/DGP/NIT/25** and **10/DGP/NIT/25, Date : 28.01.2025.** Last date of online submission of tender document : **up to 11.00 AM on 05.02.2025.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Mukul Mondal
Prodhan
Debipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIT No. 01 of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Sub Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 04 (four) group for Repair and Rewinding of 2 nos Submersible Motor-Pump set and Surging, Development of 2 nos DTW under Burdwan (A-I) Division in Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Sub Division, Kalna Road, Bardhaman, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For details like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability of tender papers are 05.02.2025 & 06.02.2025 up to 2.00 P.M. respectively.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Burdwan (A-I) Sub Division
Kalna Road, Bardhaman

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY

Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-24/2ND CALL/2024-25** for "Construction of Storm Water Drainage at different wards under Krishnanagar Municipality." and **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-34/2024-25** for "Repairing of Bituminous Road at different wards under Krishnanagar Municipality." as per specification". The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_807465_1 to 2025_MAD_807465_2 & 2025_MAD_807848_1 to 2025_MAD_807848_2.**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY

1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

NOTICE INVITING TENDER
NIT(e)/04/VEHICLES/JANUARY-04/2024-25
Memo No.: 4335 /MC-11
Date: 28.01.2025
(Submission of Online Bid)

The Chairman, Naihati Municipality, West Bengal, invites e-tender for procurement of **Vehicles Driven Cesspool Cleaner, Trailer Mounted Cesspool Cleaner & Hydraulic Refuse Trailer.**(Submission of Bid through online).Intending Tenderer may download the tender document from the e-tender portal of Govt. of West Bengal at "e-procurement/municipality" The submission of bids should only be through online at **http://wbtenders.gov.in.** Bid Submission start date & time (online)-**28.01.2025 after 16:00 Hrs..** Bid Submission closing date & time (online): **14.02.2025 after 16:00 Hrs..** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online): **17.02.2025 after 11:00 Hrs.**

Sd/- Chairman,
Naihati Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/এম মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেটি ২০.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলার কথা নির্ধারিত রয়েছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপে হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে ইউপিএস-এর ওসিসি এবং ডিসিসি (প্রতি ক্ষেত্রে ০২ সেট)-এর জন্য ভিআরএলএ ব্যাটারি খুলে নেওয়া, সরানো, সরবরাহ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬১,৫৬,৫০৮.৬৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩০,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক_২৩-২০২৪-রিটেন্ডার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/519/24-25 Dated 28.01.2025	Ballah Pilling Work At Srabani Complex Near Bishnupada Mondal House At Ward No.- 16, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,91,091.00

Bid Submission end date: **07.02.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/498/24-25/ 2nd Call Dated 28.01.2025	Repairing and renovation and Earth Work in filling at Dakshin Panchpota bye lane in WARD NO-04 under RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,57,808.00

Bid Submission end date: **08.02.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- F.O. & E.O.(Incharge), Rajpur-Sonarpur Municipality

মগরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

টেন্ডার নোটিশ

অনলাইনে টেন্ডার নোটিশ যাহার সংখ্যা 64/M-II/2025, Date 24.01.2025 একটি কাজের দরপত্র জমা করিবার শেষ তারিখ 04.02.2025, 05.00 ঘটিকা পর্যন্ত।

Tender ID List	2025_ZPHD_806477_1

আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণের জন্য।

স্বাক্ষর
প্রধান,
মগরা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত
বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

TENDER NOTICE

MOHANPUR GRAM PANCHAYAT

Barrackpore-II Block, North 24 Parganas

NIT NOS- 2025_ZPHD_806468_1
Date-24/01/2025
https://wbtenders.gov.in/

Sd/- **Prodhan**
Mohanpur GP

Khanakul-II Dev. Block

Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II, **NIeT No.- 3/BDO Kh-II/2024-25, Date: 28.01.2025 (3rd Call). Tender ID: 2025_ ZPHD_807447_1 to 3** for Dining Hall. Last date of bids ends on **10.02.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

Chandrabhag Gram Panchayat

Kanaipur, Bantul, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the eligible contractor for execution of different development work vide **NIT No.: WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-10/24-25, Date: 22/01/2025.** Construction of 2 nos. Road at Rabibhag, Kanaipur Mouja, 1 no. Road Repairing with Pilling at Kulitapara Mouja, Construction of 1 no. Boundry Wall at Rabibhag Mouja & Installation of 1 no. Highmast at Chandrabhag Mouja. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-11/24-25, Date: 27/01/2025.** Sinking of 1 no. Tube Well at Rabibhag Mouja, Construction of 8 nos. Drain at Rabibhag & Kanaipur Mouja Under Chandrabhag Gram Panchayat. Details are available in **www.wbtenders.gov.in** .

Sd/-
Pradhan
Chandrabhag Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/037(e)/2024-25 dt. 07.01.2025. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of one no. 3000 ltrs. & 3200 ltr. capacity Cesspool Emptier. **Documents download start date & Bid submission start date – 08.01.2025. Bid Submission Closing Date : 18.01.2025.** For Details : **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

আগ্রহ প্রকাশ

আদ্রা রেলওয়ে স্টেশনে নতুন বুকিং অফিস বিল্ডিংয়ের জন্য

নং ঃ সি-২০৬/এনএফআর/ইওআই/এডিআরএ/০১/২৫ তারিখ ঃ ২৭.০১.২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ-এর জন্য আবেদন আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা রেলওয়ে স্টেশনে নতুন বুকিং অফিস বিল্ডিংয়ে ফ্যামিলি শপিং মল/প্লাজা এবং অন্যান্য জনসাধারণের জন্য উপযোগী অঞ্চলের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন। **অবস্থান ঃ** আদ্রা রেলওয়ে স্টেশনে নতুন বুকিং অফিস বিল্ডিং। **জমার তারিখ ঃ** ১০.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা পর্যন্ত। **জমার স্থান ঃ** সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, ডাকঘর ও থানা - আদ্রা, জেলা - পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১২১-এর অফিসে। (*নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না)। (সম্পূর্ণ বিশদের জন্য আগ্রহী এজেন্সি/পার্টিরা ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-1066) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

নবাবের দেশে

হাজারদুয়ারি প্রাসাদ

গৌতম সরকার

মতিঝিলের দূরত্ব বহরমপুর শহর থেকে ৮ কিলোমিটার। ভাগীরথী নদীর অভিমুখ পরিবর্তনের ফলে একটা জলের ধারা এদিকটায় পড়ে ছিল, ব্রিটিশরা সেই জলাকে উপযুক্ত ভাবে খনন করে ৩৫০ একর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ঝিল তৈরি করে, সেটাই আজকের মতিঝিল। কথিত আছে, নবাবী আমলে এখানে মুক্তোর চাষ হত, সেই থেকেই এই নাম। এখানকার জলে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের মুক্তা পাওয়া যেত। সুবিশাল প্রাঙ্গন জুড়ে রয়েছে 'মোতিভবন' (যেখানে একসময় ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে, লর্ড ক্লাইভ প্রমুখ অনেক ব্রিটিশ আধিকারিকেরা বাস করতেন), অ্যাম্পিথিয়েটার, রোজ গার্ডেন, বিশ্ব বাংলা মঞ্চ, ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ, মোতিঝিল ট্যুরিস্ট লজ ইত্যাদি। মোতিঝিলের গোটা এলাকা ঘুরতে ঘন্টাদুয়েক সময় লাগবে। সবচেয়ে ভালো লাগবে ঘন সবুজ গাছপালা ঘেরা নুড়ি বিছানো পথ ধরে হেঁটে যেতে। এখানে কয়েকটি বোটিং পয়েন্ট আছে। যদিও অজ্ঞাত কোনও কারণে বোট থাকলেও আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। মোতিঝিল দেখে সন্ধ্যে সাতটার পর হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ভোরবেলা একলা চলায় বেরিয়ে বহরমপুর স্টেশন, বহরমপুর কলেজ, একটা স্থানীয় পার্ক ঘুরে হোটেলে ফিরে সবাই মিলে সুইমিং পুলে বেশ কিছুটা ঝাঁপাইঝুটি সারলাম। কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট সেরে একটা টোটো ধরে প্রথম গেলাম আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি দেখতে। এখানে একটা গল্প আছে। আজিমুন্নিসা ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের কন্যা। তিনি এক দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। কোনও এক তন্ত্রসাধকের উপদেশ ছিল, একমাত্র বাচ্চাদের কলিজা-ই তাঁকে এই রোগ থেকে নিরাময় দিতে পারে। ফলে সকলের অজ্ঞাতে বেশ কিছু শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে। এই কথা যখন সম্রাটের কানে পৌঁছায় তখন তিনি নিজ কন্যাকে জীবন্ত সমাধি দেন। যদিও স্থানীয় গাইডরা সেই ইতিহাস না মেনে নতুন কিছু শোনাতে উদগ্রীব। কে জানে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল! আমরা বিতর্কে না গিয়ে পৌঁছলাম পরের স্পট 'নসিপুর রাজবাড়ী'। এটি মহারাজ দেবী সিংহের প্রাসাদ। প্রবাদ আছে, ব্রিটিশ সরকার দেবী সিংহকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। দেবী সিংহ ছিলেন প্রচন্ড অত্যাচারী শাসক, প্রজাদের শাসন করতে তাঁর আমলে অভিনব অত্যাচারের কার্যক্রম চালু ছিল। প্রাসাদ চত্বরে প্রাচীর হিন্দু দেবতার মন্দির আছে, যেগুলো দেখে বোঝা যায়

কাঠগোলা প্রাসাদ

দেবী সিংহ এবং তাঁর বংশধরেরা অমানুষ, অত্যাচারী হলেও যথেষ্ট ধার্মিক ছিলেন।

নসিপুর রাজবাড়ী দেখে পরপর দেখে নিলাম, মীরজাফরের সমাধি, জগৎ শেঠের বাড়ি, আর কাঠগোলা প্রাসাদ। নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে, অগণিত মহীরুহের মধ্যে দিয়ে পথ, গ্রিক-রোমান-ভারতীয় ভাস্কর্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট সবুজে সাজানো, জলাশয়ে পরিপূর্ণ কাঠগোলা প্রাসাদ এক অনন্য ইতিহাসের মন্তাজ। ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালো লাগবে। নসিপুর ছেড়ে পৌঁছলাম মুর্শিদাবাদের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য 'হাজার দুয়ারী প্যালেস'। ইতালীয়-গ্রীক স্থাপত্য শৈলীর এক অভিনব নিদর্শন। অধুনায় এটি একটি মিউজিয়াম। এই প্রাসাদে মোট একহাজার দরজার মধ্যে একশোটি নকল আর নশোটি আসল। এর মূল উদ্দেশ্য অযাচিত অনুপ্রবেশকারীদের বিভ্রান্ত করা। হাজারদুয়ারী চত্বরের মধ্যে প্রাসাদের শিল্পশৈলী ছাড়াও দেখে নিতে হবে ৩০০ ফুট প্রশস্ত নিজামত বা বড়া ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারী প্যালেসের মুখোমুখি অবস্থিত। এটি বাইরে থেকেই দেখতে হবে, সাধারণ পর্যটকদের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র বিভিন্ন মুসলিম পরবে এটি খোলা থাকে। এটি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপাসনাস্থল। এছাড়া মদিনা মসজিদ, বাচ্চাওয়ালি তোপ ও ঘড়িঘর একই পরিসরে অবস্থিত। এরপর টোটো বা টুকটুক ধরে প্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তে একে একে দেখে নিন ত্রিপোলা গেট, চক মসজিদ, ওয়াসিফ আলী মঞ্জিল আর মোতিঝিল।

চক মসজিদ তৈরি করেছিলেন মীরজাফরের স্ত্রী মুন্নিবাঈ। ওয়াসিফ আলী মঞ্জিল নবাবী স্থাপত্যের আরেকটি নিদর্শন, যেটি এখন পর্যটকদের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ।

হাজারদুয়ারী দেখে পূর্ব দিকের যে যে জায়গা গুলি ঘুরে নিতে পারেন সেগুলি হল, কাটরা মসজিদ (১৭২৩ সালে মুর্শিদ কুলি খান তৈরি করেছিলেন), ফুটি মসজিদ এবং জাহানকোষা কামান। ফুটি মসজিদের একটা ইতিহাস আছে। এই মসজিদ তৈরি করতে শুরু করেছিলেন সরফরাজ খান। তিনি শপথ নিয়েছিলেন একেকটা যুদ্ধ জয় করে মসজিদের একেকটি ডোম তৈরি করবেন। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষে তিনি মারা যান, তাই কেবলমাত্র দুটো ডোম তৈরির পর এই মসজিদ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এখন এটি আগাছা, জঙ্গল আর সাপখোপের বাসস্থান। জাহানকোষা কামান একটা বিশাল বড় কামান, গাইডের মতে এটির ওজন ৭০০০ কেজি। নবাব মুর্শিদকুলি খান এই কামানটি ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এইসব দেখে ভাগীরথীর বুকে নৌকা চড়ে পৌঁছে গেলাম নদীর অপর পারের খোশবাগে। এখানে এক নির্জন পরিসীমায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সিরাজউদ্দৌল্লা, আলীবর্দী খান এবং আরও অনেক রাজ-রাজন্যের সমাধি। আর সন্ধ্যেবেলা হালকা অন্ধকারকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় ভাগিরথী পারাপার এক অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়ে রয়ে গেল।

মতিঝিল

আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি

নসিপুর রাজবাড়ি

জগৎ শেঠের বাড়ি

হাজারদুয়ারি প্রাসাদ চত্বরে ইমামবাড়া

জাহানকোষা কামান

শান্তিনিকেতন

রথীন কুমার চন্দ

১৮৬৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৮ সালে মাএ ১৭ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন আসেন। শান্তিনিকেতনের পূর্বতী নাম ভুবনডাঙ্গা। ভুবন নামে দুর্ধষ ডাকাতের নামে এই নামকরণ। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শান্তিনিকেতন সফরে যাওয়া হবে, মনে উত্তেজনা ও শিহরণ জাগছিল। ছবির মতো সুন্দর, কবির কাব্যিক সৌন্দর্য চর্চার বাস্তবায়ন শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে। কবির সাহিত্যিক মনের হিসেবে রং মিলিয়েছেন নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ। মনোময় সৌন্দর্য এই যুগলের ক্যানভাস চর্চার কেন্দ্রবিন্দু শান্তিনিকেতন।

বোলপুর স্টেশনে নেমে প্রথম চরণ ছুলাম শান্তিনিকেতনের শান্তির পরশে, শুরু হল দর্শনের অধ্যায়ে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন কেন্দ্রের হোটেলের দিকে চললাম।

গেলাম। অনুভব করলাম রবি ঠাকুরের নামকরণ করা ঘরগুলো। নামকরণে শৈল্পিক ভাবনা ও কৃষ্টি শীলতার ছোঁয়ায় আবদ্ধ। বলাকা ঘরের নামকরণে কবির কবিতার নামের গন্ধ বিরাজ করে। এছাড়াও আরো চারটি ঘরের নামকরণে কাব্যিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া রয়েছে।

কবির ফিটন গাড়ি, সংগ্রহ শালা একদিনে দেখে শেষ করা সম্ভব ছিল না। তবু বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় বস্তু না দেখলে নয়, সব কিছু দেখতে ইচ্ছে যাচ্ছিল,কিন্তু সংগ্রহশালার সেই দিনের দর্শকদের দর্শনের সময়সীমা শেষের পথে ছিল। এরই মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করল পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দেশের কৃষি ব্যাবস্থাকে উন্নত করতে কৃষির পঠন পাঠন ও শ্রীনিকেতনে কৃষির উন্নতিসাধনে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, বিস্তারিত বর্ণনায় বিবৃত ছিল। সংগ্রহ শালায় কবির বিভিন্ন আঁকা ছবি, স্কেচ ইত্যাদি সংরক্ষিত।

প্রার্থনা ঘরের চিন্তা স্থাপত্য, সৌন্দর্য এখনো ভাবায়, রবীন্দ্রনাথ কতটা আধুনিক ছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষ।ছাতিম তলায় মুক্তাঙ্গনে শিক্ষা ব্যবস্থার চিন্তা ভাবনায় দূরদর্শিতার নিদর্শন চোখে পরার মতন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। শুকনো ও ঝরা পাতার বিছানায় পরিবেশ বান্ধবের আদর্শ বাহুবন্ধনে মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজকের দিনে অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা যুগের থেকে কতটা ছিল।

পরদিন গেলাম অজয় নদের ধারে সবুজ বন দেখতে। সবুজের সমাহার, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের গাছ যেন এই সবুজ বনে এসে ভিড় করেছে একজন ব্যক্তির উদ্যোগে। সবুজ বনে গাছের সমাহার মুগ্ধতার অবশিষ্ট ছিল না, এরই মধ্যে আতিথেয়তা চমকপ্রদ ছিল কটেজ আবাসন, সবুজ গালিচার উপর কংক্রিটের ঘর অতিথি আপ্যায়নে স্বাগত জানাচ্ছে। সবুজ বনবীথি ঘেরাটোপে পুকুর পাড়ে রেস্টুরেন্ট রসনাতৃপ্তি ঘটাতে জুড়ি মেলা ভার।ফিরে আসতে মন চাইছিল না, তবু ফিরে যেতে হবে, কেন যাব সেই প্রশ্ন তোলা অবান্তর।